পরিশিষ্ট

বীতশোক ভট্টাচার্যের শিক্ষকমহাশয় শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার

গবেষিকা মলিনা ভূঁইঞ্যা :

স্যার, আপনি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যও কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র হিসেবে উনি আপনার চোখে কেমন ছিলেন ?

শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্য :

হ্যাঁ, কলেজিয়েট স্কুলে ১৯৬২-১৯৯৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছি। এক নম্বর ছাত্র বীতশোক। আমার বহু ছাত্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আছেন, প্রতিষ্ঠিতও হয়েছেন কিন্তু প্রকৃত ছাত্রসুলভ আচরণে উনি অনন্য নিদর্শন।

গবেষিকা : তাঁর (কবির) প্রতিভার স্ফুরণ কবে থেকে শুরু হয়েছিল ?

অনুত্তম : ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর কবি প্রতিভার স্ফু রণ শুরু হয়েছিল। স্কুলের 'আলো' পত্রিকাতে ঐ স্কুলেরই বটগাছকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'ন্যগ্রোধ'। তাঁর কলমে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল কবির বিদ্যালয়।

গবেষিকা : আপনার কাছে কবির সাহিত্য প্রতিভা কবে উন্মোচিত হল ?

অনুত্তম : ১৯৬৫ সাল হবে বোধ হয়। বর্ষা ঋতু শুরু হয়েছে। পুরোনো হায়ার সেকেণ্ডারি সিস্টেমে দশম শ্রেণির কলাবিভাগের ছাত্রদের হোমটাস্ক হিসেবে প্রবন্ধ রচনা করতে দিয়েছিলাম – 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এই বিষয় নিয়ে দশ পৃষ্ঠার একটি কবিতা রচনা করে আমাকে দেখান। ঐ লেখা পড়ে আমি মনে মনে তাঁকে বলেছিলাম 'তুমি শুধু আমার ছাত্র নও, তুমি আমার কাছে বড় কবি, বড় সাহিত্যিক'। আমার কাছে ঐ সময় থেকেই ওনার সাহিত্য প্রতিভা শুরু।

গবেষিকা : কবির লেখালেখির অনুশীলন সম্পর্কে যদি একটু বলেন খুব ভালো হয়।

অনুত্তম : বীতশোকের কবিতা সম্পর্কে বলি – ওঁর কবিতা দুর্বোধ্য হলেও আমাকে আকর্ষণ

করত। আমি ওঁর কবিতার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। তাঁর কবিতার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার রসগ্রাহী সমালোচকদের জন্য তুলে রেখে আমি আমার বোধশক্তি দিয়ে বীতশোকের কবিতা পাঠ করে গেছি। গদ্যশিল্পেও বীতশোক একটা স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ওঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় কত কত ভারতীয় অভারতীয় ভাষার বইয়ের সমাহার – তা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হবে না। 'জেন গল্প জেন কবিতা' তাঁর বিদেশি সাহিত্যচর্চার এক বিশেষ উদাহরণ। তাঁর প্রথমদিকের রচনা 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' আমাদের চমকে দিয়েছিল। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান' এমনি আরও একটি রচনা। কত লেখকের কত বই যে উনি পর্যালোচনা করেছেন তার ঠিক নেই।

গবেষিকা: 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাতে আপনার কী অনুভূতি হয়েছিল ?

অনুত্তম : 'পুরাণ প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি বীতশোক আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রন্থটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে যাই – পুরাণাশ্রয়ী রবীন্দ্র কবিতাকে এমন গভীর ব্যঞ্জনায় তাঁর আগে অন্য কোনো রবীন্দ্র সমালোচক বিশ্লেষণ করেননি। এক ভিন্নধর্মী আলোচনার গ্রন্থ এটি। আমার 'রবীন্দ্র রচনাভিধান'-এ তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য আমি গ্রহণ করেছি।

গবেষিকা : আপনার কোনো রোমাঞ্চকর স্মৃতি কবি বীতশোককে নিয়ে ?

অনুত্তম : ১৯৬৫ তেই আমরা স্কুল থেকে পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। বীতশোকও গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমরা চারজনের একটি দল অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষকদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এই দলে ছিলাম নজরুল গবেষক সাহিত্যিক আজহারউদ্দীন খান, কবি প্রভাকর মাঝি, তরুন শিক্ষক আমি আর ছাত্র বীতশোক। উনি ভেবেছিলেন আমাদের সঙ্গে থাকলে ওঁর শান্তিনিকেতন দেখাটা ভিন্ন মাত্রা পাবে। সব দেখার পর আমরা গিয়েছিলাম অন্নদাশঙ্করের আবাসে। অন্নদাশঙ্করের সদালাপনের সঙ্গে লীলা রায়ের নিজ হাতে শরবত পরিবেশন আজও স্মৃতি হয়ে আছে। কবি বীতশোকও সেই স্মৃতিকে জীবনভর লালন করেছিলেন।

বীতশোক ভট্টাচার্যের সহোদর শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

সাক্ষাৎকার

অশোক ভট্টাচার্য। আমার দাদামণি। মনে আছে মেদিনীপুরের বল্লভপুরে আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। দাদামণির সাথে আমার বয়সের পার্থক্যটা আমাদের কাছে কখনই প্রাচীর হয়ে থাকেনি। ভাড়া বাড়িতে চার ভাড়াটে বাসিন্দাদের সঙ্গে সে তখন অনায়াসে অথচ নিজস্ব একান্ত জগতে স্বমহিমায় বিরাজ করত। শৈশবে মাতৃহারা এই বালকটির সাহিত্যপাঠে অনুরাগ যেন অজান্তেই বেড়ে উঠছে। দাদুর কাছে বসে রামায়ণ পাঠ তার নৈমিত্তিক ব্যাপার। আবার বাসন্তীতলার গোপী পাঠশালায় প্রথম পাঠের সুযোগ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। প্রথমেই বানান ভুল বলায় পাঠশালার মাস্টারমশাই তাকে ভর্তি নিতে চাচ্ছিলেন না। পরে সেই বিদ্যালয়ে ডবল প্রমোশন পেয়ে সে হতবাক করে দেয় অনেকের মতন সেই শিক্ষককেও।

তারপরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে সে পেয়ে যায় প্রাণের আরাম, মনের শান্তি। তখনকার দিনের বিদগ্ধ শিক্ষকদের নজরে পড়ে যায় অতি সহজেই। প্রভাকর মাঝি, অনুত্তম ভট্টাচার্য সহ অনেকের সস্নেহ সান্নিধ্য তার সাহিত্যের জন্ম-টানকে যেন আরও শানিত করে। অন্য ছাত্ররা যখন খেলাধুলোর প্রাঙ্গণে অতিব্যস্ত তখন সে জেলা গ্রন্থাগারে এক নিবিষ্ট তন্ময় পাঠক। গ্রন্থাগারের সবার সঙ্গেই নিবিড় যোগাযোগ। প্রয়োজনীয় বইগুলো পেতে বিশেষ আগ্রহী। বই সংগ্রহও বিচিত্র উপায়ে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে বরাবর ক্লাসে প্রথম হওয়ার সুবাদে সে অনায়াসে নিজের পছন্দের বই-এর নাম আগেই জানিয়ে দিত শিক্ষকমশায়দের। শীতের সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর হল-এর সেই অনুষ্ঠানে সে হাজির হাফ-প্যান্ট ও বড় এক চাদরে নিজেকে ঢেকে নিয়ে। স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাবেই এই উপস্থিতি। তারপর পুরস্কার পেয়েই সটান বাড়িতে। সামনে ছড়ানো বই-এর এক একটির সঙ্গে তার তখন আত্মিক যোগাযোগের সূচনা।

শিক্ষক অনুত্তম ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ বসু-র বাড়িতে মাঝে মাঝে যাতায়াত ছিল দাদামণির। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অনুত্তম ভট্টাচার্য-র বিপুল সংগ্রহ তার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্রে তার প্রকাশিত কবিতা যেন তার নিজস্ব জগতের ক্রম উন্মোচন

করছে। শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা একের পর এক কবিতা বিদ্যালয়ের সবারই কাছে পরম প্রাপ্তি। সীমিত সংখ্যক মানবিকী বিদ্যার ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যালয়ে সে কাছে থেকেও যেন স্বতন্ত্র নিজের জগতের বাসিন্দা। রোগা চেহারার এই সাদামিঠে ছাত্রের সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষকদের টেবিলে তখন প্রায়ই আলোচনা।

বিদ্যালয়ে তার প্রকাশিত কবিতার গূঢ় অর্থ, শব্দ চয়নের নিজস্বতা সবার নজর কাড়ছে। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও চিন্তার স্বচ্ছতা, ক্ষুরধার যুক্তির উপস্থাপনা তো চলছেই। ইংরেজি বই-এর জগতে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সংগ্রহ করে ফেলেছে শেক্সপীয়রের মূল ইংরাজী রচনাবলী। বই-এর দোকানে তার নিয়মিত যাতায়াত। উৎসুক চোখ দেখে নিচ্ছে অনেক অনেক অজানা সম্পদ।

এভাবেই স্কুলের পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে মেদিনীপুর কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় সে নিজেকে মেলে ধরেছে। অথচ নিশ্চিতরূপে অশোক ভট্টাচার্য থেকে বীতশোক এই অতিপরিচিতের বিচিত্র কর্মধারা কোনো পঙক্তি দিয়ে মেপে দেওয়া যায় না। দাদামণিকে নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে, এটা বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে একটা মাত্রা আনবে নিশ্চয়।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত রচনা

নতুন ভারতীয় ছবির এক দিক

বীতশোক ভট্টাচার্য

নতুন ভারতীয় ছবির একটা বড়ো অংশ সমস্যামূলক। আর সে সমস্যা সামাজিক আর রাজনৈতিক সমস্যা। ভারতের মতো দেশে প্রতিফলনের যোগ্য সমস্যা কম নেই। তবু তারই মধ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠা কিছু সমস্যা আছে। সাতের দশক থেকে নতুন পরিচালকরা এই জাতীয় কিছু সমস্যাকে চলচ্চিত্রের বিষয় করে চলেছেন। যেমন চুক্তিবদ্ধ শ্রমের সমস্যা, গোমাতার পূজা নিয়ে সমস্যা, পশুবধের সমস্যা ইত্যাদি। এরই প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে বার বার এসে পড়েছে ব্রাহ্মণ ও হরিজনের সম্পর্ক ও সংঘাতের কথা। শ্রেণী সংঘর্ষ নতুন ভারতীয় ছবিতে এভাবে একটা নতুন দিকের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

ব্রাহ্মণ এসেছে ব্রহ্মের মাথা থেকে আর শূদ্র এসেছে ব্রহ্মের পা থেকে। এ কথা এখনো একটা শ্রেণীর কাছে বেদবাক্য। জাতপাতের সমস্যা ক্রমশঃ তীব্র থেকে আরো তীব্র হচ্ছে, হরিজনদের পড়ে পড়ে মার খাওয়ার আর শেষ নেই, তাদের যে কোনো রকম প্রতিবাদের প্রতিরোধের আভাষ পেলেই একটা দল তাদের গলা টিপে ধরবার জন্য তৈরি। এ অবস্থায় হরিজন ন্যূনতম মজুরি পায় না। জল পায় না। বেগারপ্রথা চলে, অস্পৃশ্যতা থেকে যায়। যারা ভাগচাষ করে, মাছ ধরে, তাঁত বোনে, পশু চরায়, গাছ কাটে, পাতা কুড়োয় এ অবস্থায় তাদের দুর্দশার অন্ত নেই। খুব বেশি হলে এরা মামলা দায়ের করতে পারে মাত্র। উল্টোদিকে সাজানো মামলায় সবচেয়ে বেশি শাস্তি পায় এরাই। পরিচালকরা এই অবস্থাকে ছবির ফিতেয় ধরে রাখতে চাইছেন।

ছবি করতে গিয়ে এসব পরিচালকরা আরেকবার নতুন করে বুঝতে পারছেন জাতের ব্যাপারটা কীভাবে আমাদের সমাজে শিকড় গেড়ে বসে আছে। ভালো পরিচালকরা এর শিকার হচ্ছেন, বাইরের প্রতিবাদ এবং ভিতরের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছেন। কন্নড পরিচালক টি এস নাগভরন তাঁর গ্রহণ ছবিটা যখন শুরু করতে গেলেন তখন গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁকে বাধা দিল। তারপর পুরোহিতকে দশ হাজার টাকা দিয়ে কোনমতে একটা রফা করে তিনি ছবি শুরু করতে

পারলেন। এর থেকেই বোঝা যায় ধর্মের নামে কত কুসংস্কার অন্ধতার নিরুপায় পাকচক্রে আমরা জড়িয়ে আছি। পশ্চিমবঙ্গের একটা মফস্বল শহরে বসে ধর্মীয় বর্ণবিরোধের এই চেহারাটা আমাদের চোখে পুরো ধরা পড়ে না, তাই আমাদের কম ভাবতে হয়।

কিন্তু নতুন পরিচালকরা মূল ধরে টান দিতে চান। যুক্ত-র উদ্যোগে মারাঠি ছবি ঘাসিরাম কোতোয়াল তৈরি হয়। থিয়েটার অকাদেমির প্রযোজনায় বিজয় টেনডুলকরের এই নাটকটি আগেই ঝড় তুলেছিল। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক নাটক, পেশোয়াদের শেষের দিককার ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু চলচ্চিত্রে তা একটি বাড়তি মাত্রা পেলো। নাটকে ইতিহাসের যে অংশ ছিল চলচ্চিত্রে তা আরো দীর্ঘায়িত, আরো জটিল, অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভর, শ্রেণীসম্পর্কমূলক একটি বিষয় হয়ে উঠলো। পেশোয়াদের সময় ভারতে ব্রাহ্মণ্যশাসন সবচেয়ে বেশি বিস্তার পেয়েছিল। পেশোয়াদের দলাদলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মণরাজ শক্তির চাল। যুক্ত এখানে এই ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণসমাজের উপর আলো ফেলেছেন। দেখিয়েছেন বুড়ো নানা ফড়নবিশ ছবারের বার বিয়ে করছে এক শিশুকন্যাকে। তার গুপ্তচর নিজের মেয়েকে নানার মুখে তুলে দিচ্ছে, ঘাসিরাম নিজের মেয়েকে মই হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে সেই মেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করছে। ব্রাহ্মণদের বন্দী করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অন্ধ কুঠরিতে। আর মারাঠাদের নিজেদের মধ্যে মারামারির সুযোগে ইংরেজরা তাদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘাসিরাম কোতোয়াল শুধু টাইপ নয়, আর্কিটাইপ তৈরি করেছে। কাম এবং অর্থকে যারা ধর্ম এবং মোক্ষের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো বলে ভাবে সেই ধর্মধ্বজীদের নিয়ে এই ছবি তৈরি।

এই মূল খুঁজতে বেরিয়ে কেতন মেহতা জনজীবনের মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁর লোকায়ত ছবি ভবানী ভাওয়াই শুধু প্রসঙ্গতভাবে নয় পদ্ধতিগতভাবেও লোকায়ত। কেতন গুজরাতের পুরোনো লোককথা ভাওয়াইএর জের টেনে নিয়ে এসেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যাঁদের জন্য এ ছবি তোলা তাঁদের কাছে এই আঙ্গিকই সহজবোধ্য হবে। অস্পৃশ্যতার চেহারাটা যে এখনো গুজরাতে কি রকম তা ধরা পড়েছে এই ছবির পরস্পরায়। উৎপীড়িত ছোটো ছেলেরা এক বুড়োকে ঘিরে ধরে বলে, কেন আমাদের কুঁড়েগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বুড়ো গল্প শুরু করে, হরিজনরা রাজার মুখোমুখি হয়, গল্প আর শেষ হয় না, হোক সাময়িক, তবু একটুর জন্য, একবারের জন্য অস্পৃশ্যরা ভয়ের মুখোশে অবিশ্বাস করে, মানবিক অধিকারের

দাবিতে উঠে দাঁড়ায়। লোকনাট্যের আধারে অর্পিত ভবানী ভাওয়াই এদিক থেকে নতুন অর্জন। শুধু লোকায়ত প্রসঙ্গ নয়, লোকায়ত রচনারীতিও এখানে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, এটিই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করবার মতো।

বলতে গেলে ভারতীয় চলচ্চিত্রে পি রামা রেড্ডির সম্‌স্কারা ছবিটি থেকেই এ দিকটি এমন স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। এক্ষেত্রে চিত্রনাট্যকার গিরিশ কারনাডের একটি প্রধান ভূমিকা থেকে গেছে। ব্রাহ্মণ বংশের কুলাঙ্গার নারায়ণাপ্পা মরেছে। তার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ সমাজের হাড় জুড়িয়েছে, কিন্তু বামুনরা ভেবে পায় না তারা এই কালাপাহাড়ের সংস্কার করবে কিভাবে। তাদের নেতা প্রাণেশ্বরাচার্য বিগ্রহের কাছ থেকে, শাস্ত্রের কাছ থেকে এর উত্তর খুঁজে বেড়ান, পান না। এদিকে বাহ্মণ নারায়ণাপ্পার শূদ্র প্রণয়িনী চন্দ্রী তার গায়ের গয়না খুলে দেয় সৎকারের জন্য। তার শরীরের মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রাণেশ্বরাচার্য সহসা শান্তি ও সান্ত্বনা পান। পরমূহূর্তে বাহ্মণ্যসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাণেশ্বরাচার্য তাঁর গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চান, কিন্তু তলস্তয়ের ফাদার সিয়েগির মতো তাঁকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়। অর্জন করে নিতে হয় প্রকৃত নীতিবোধের অক্ষয় অধিকার। বাঙ্গে প্রখর, বেদনায় করুণ। এই ছবিটিতে ব্রাহ্মণসমাজের আসল কাঠামোটি অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে পড়ে। দক্ষিণভারতে ছবিটি একসময় নিষিদ্ধ ছিল এর থেকে এর অভিঘাতের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়।

এ সংস্কার আমাদের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে, বংশবৃক্ষ ছবিতে গিরিশ কারনাড রক্তের জটিল সম্পর্কে ডালপালামেলা এই ধারণার মূলটিকে ধরতে চেয়েছেন। একটি তরুণী বিধবা হয়েছে, ছেলেটিকে শ্বশুরের কাছে রেখে সে আবার বিয়ে করে। শ্বশুর অনুভব করে ছেলেটির সঙ্গে তার মাকে মিলিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু বাহ্মণ শ্বশুর আরো অনুভব করে দ্বিতীয় বিয়েকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, তাতে হিন্দুধর্মের মাহাত্মা ক্ষুণ্ণ হবে। শেষ পর্যন্ত শ্বশুর জানতে পারে সে নিজেই বেজন্মা, তখন সে ছেলের বউয়ের মৃত্যুশয্যার কাছে ক্ষমা চাইতে ছোটে।

এ ধরণের ছবিতে ডকুমেন্টশনের উপর স্বভাবতই ঝোঁক বেশি পড়ে। গিরিশের এক সহকারী কারানথ-এর চোমানা ডুডি ছবিটি এই তথ্যচিত্রের আঙ্গিকে তৈরি। চোমা একজন বনডেড লেবার। কবে সে এক কুড়ি টাকা ধার করেছিল, তার সুদ দিতে দিতে সে ডুবে যায় মৃত্যুতে। তার সন্তান ডুবে যায় নদীতে, হরিজনের অস্পৃশ্য শব কেউ ছোঁয় না। তার সন্তান মারা

যায় কলেরায়, হরিজনের অস্পৃশ্য শব কেউ ছোঁয় না, চোমা মরে যায়, তার ব্যক্তিগত মুখাবয়ব মুছে যেতে থাকে, শুধু থেকে থেকে ঝিকিয়ে ওঠে কৃশ্চান ধর্মের প্রলোভন, চোমার ছেলে কৃশ্চান হয়, চোমাকে কৃশ্চাধনর্ম হাত ছানি দেয়, চোমার মেয়ে ওভারসিয়ারের সঙ্গে শুয়ে সুদের টাকা উশুল করে নিয়ে আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা বাজনা বাজে, চোমা মারা যায়, চোমারা মরে না। কারনাড কারানথের আর এক সহকারী নাগভরন তাঁর গ্রহণ ছবিটিও এই তথ্যচিত্রের আদলে তৈরি করেছেন। নাটকীয়তার লোভ এড়িয়ে ডকুমেন্টরি রীতিতে তিনি তৈরি করেছেন একটি নতুন নাটক। সত্যজিৎ রায়ের দেবী ছবিটির সঙ্গে এর তুলনা করলে দুজন পরিচালকের সম্পূর্ণ দুধরণের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্ণাটকের হেব্বারান্মা উৎসব উপলক্ষে কিছু হরিজন অল্পকয়েক দিনের জন্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। এরই ভিত্তিতে ছবিটি তৈরি। উৎসবের দিনে দেবীকে বয়ে নিতে গিয়ে এক অচ্ছুৎ মারা যায়। তার লাশ পড়ে থাকে, না ব্রাহ্মণ, না হরিজন কেউই সেই বেওয়ারিশ মড়া পোড়াতে আসে না। শবদাহ করতে গিয়ে এক উচ্চ বর্ণের তরুণ পরিবার ও সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তার নিস্ফল বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়। নাগভরণ নিজে যেহেতু এই ছবি করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে পুরোহিততন্ত্রের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছেন তাই এই ছবিতে একটি অন্য তল তৈরি হয়েছে। তরুন গিরিশ কাশারবল্লীর ঘটশ্রাদ্ধ ছবির উল্লেখ না করলে এ আলোচনা একান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইউ আর অনন্তমূর্তির চিত্রনাট্য এবং গিরিশের প্রযোজনা ভণ্ড ব্রাহ্মণদের আচারনিষ্ঠ অনুশাসনের ধর্মীয় মলাটটি ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। এক বিধবা কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হয় এবং গর্ভ নষ্ট করে। সমাজ তাকে শাস্তি দেয় ঘটশ্রাদ্ধের মাধ্যমে। ঘট হলো উর্বরতার প্রতীক। সেই ঘট ভেঙে দিয়ে উর্বরা কিশোরীটিকে সমাজ থেকে বহিষ্কারের জন্যই ঘটশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। আরও চমৎকার ব্যাপার এই, এ অনুষ্ঠানে অগ্রনী মেয়েটির বাবা, সে নিজে একজন বেদের অধ্যাপক। কদিন বাদে সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক ঘটা করে আবার বিয়ে করে সমাজ সেটা মেনে নেয়। কিন্তু তার বিধবা কন্যার ক্ষণিকের উত্তেজনাকে স্বীকৃতি দিতেই সমাজের যত আপত্তি। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে এখনো বিধবাদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো নয়। অথবা বিধবাদের সমস্যা এখন আমাদের কাছে উনিশ শতকি সমস্যা।

বর্ণভেদ, ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারকে উপজীব্য বিষয় করে এ জাতীয় আরো ছবি তৈরি হয়ে চলেছে। জন আব্রাহামের অগ্রহারাথিল কাজুথাই, ভেমাগল জগন্নাথের কাদিগে হোদাভারু,

জগদীশনের থিসাই মারিয়া পরাভইগল, নারায়ণের নিমজ্জনম্, রবীন্দ্রনের হরিজন এই ধরনের একগুচ্ছ নতুন ছবি। এই বিষয় নিয়েও তথ্যচিত্রও তৈরি হচ্ছে। দে কল মি চামার এরকম একটি ডকুমেন্টরি। কোলাজের মতো করে খবরকাগজের বিবৃতি শেঁটে ছবিটি তৈরি। নীনা শিবদাসানির ছত্রভঙ্গও বাস্তব ঘটনাভিত্তিক ছবি। এর থিমটি প্রেমচন্দের একটি গল্প মনে করিয়ে দেয়। জলের সমস্যা নিয়ে তোলা ছবি থান্নির থান্নির নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক আলোচনা হয়েছে। এর পরিচালক বালচন্দর খুব হাস্যকরভাবে ছবি পরিবেশন করেন একথা বলবেন হয়তো অনেকে। কিন্তু এক দুজে কে লিয়ের মতো ছবির মধ্যেও সেই বর্ণ / শ্রেণীভিত্তিক সংঘর্ষের সচেতনতা তাঁর নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এবং সার্থক হয়েছেন দর্শকের সঙ্গে সেতু তৈরি করার ব্যাপারে। ছত্রভঙ্গ অনেক শিল্পসম্মত অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ছবি তবু এখানে পরিশীলিত দর্শকের সঙ্গেও অসেতুসাধ্য ব্যবধান থেকে গেছে। মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির হলে ছবিটি শুরু হয়েছে আর আমরা অনেকে উঠে গেছি, কথাটা তাই মিথ্যে নয়।

(মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র 'প্রতিবিম্ব', ১৯৮২-এ মুদ্রিত)

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের হস্তাক্ষর

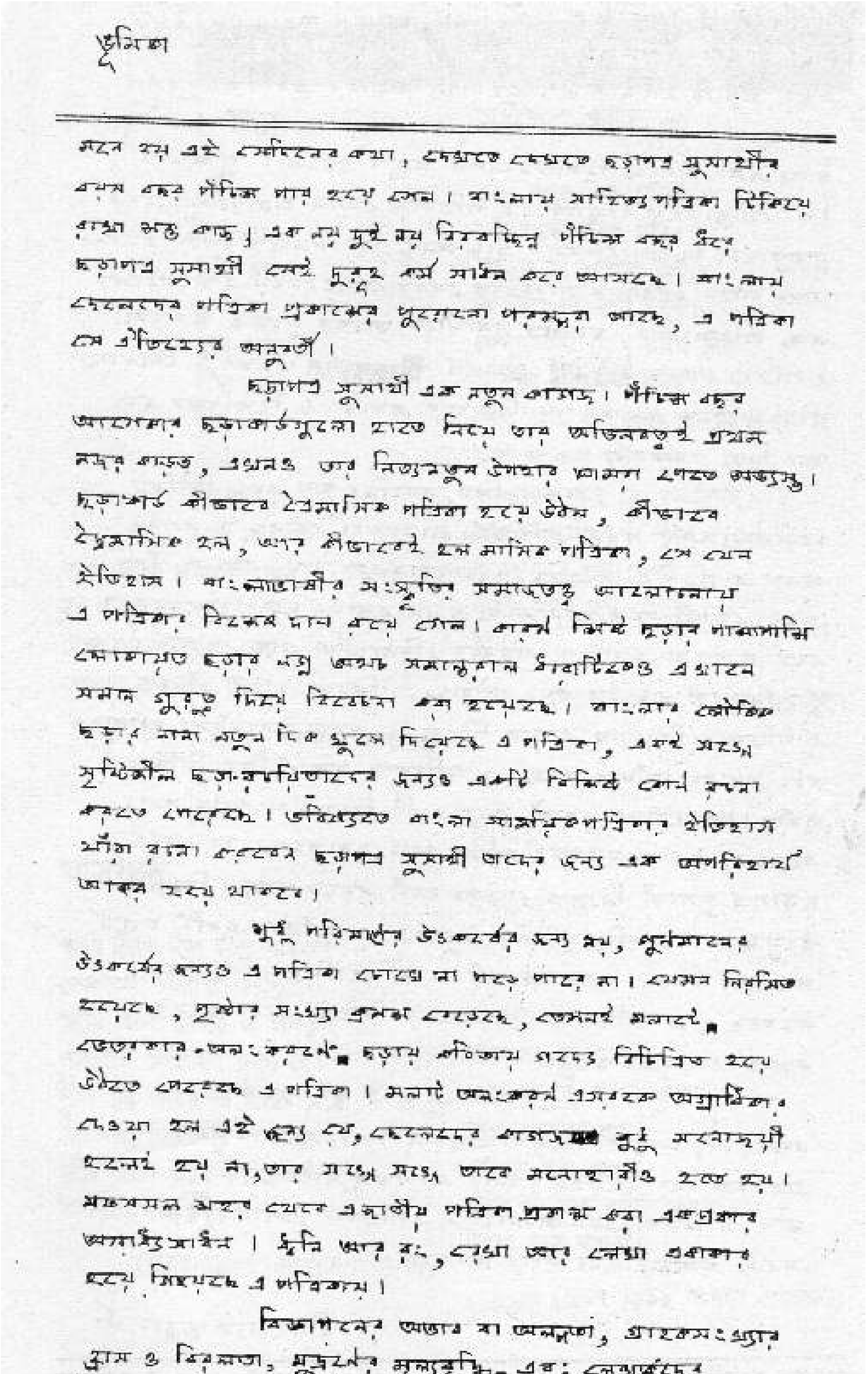

ভূমিকা

মনে হয় এই সেদিনের কথা, দেখতে দেখতে ছড়াপত্র সুসাথীর বয়স বছর পঁচিশ পার হয়ে গেল। বাংলায় সাহিত্যপত্রিকা টিকিয়ে রাখা শক্ত কাজ। এক নয় দুই নয় নিরবচ্ছিন্ন পঁচিশ বছর ধরে ছড়াপত্র সুসাথী সেই দুরূহ কর্ম সাধন করে আসছে। বাংলায় ছোটদের পত্রিকা প্রকাশের [illegible] পরম্পরা আছে, এ পত্রিকা সে ঐতিহ্যের অনুবর্তী।

ছড়াপত্র সুসাথী এক নতুন কাগজ। পঁচিশ বছর আগেকার ছড়াকার্ডগুলো হাতে নিয়ে তার অভিনবত্ব প্রথম নজর কাড়ত, এখনও তার নিত্যনতুন উপহার আমরা পেতে অভ্যস্ত। ছড়াকার্ড কীভাবে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হয়ে উঠল, কীভাবে দ্বৈমাসিক হল, আর কীভাবেই হল মাসিক পত্রিকা, সে যেন ইতিহাস। বাংলাভাষীর সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব আলোচনায় এ পত্রিকার বিশেষ দান রয়ে গেল। কারণ শিশু ছড়ার পাশাপাশি লোকায়ত ছড়ার [illegible] সমানুপাত দৃষ্টিকেও এখানে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলার লৌকিক ছড়ার নানা নতুন দিক খুলে দিয়েছে এ পত্রিকা, একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল ছড়াকারদের জন্যও একটি নিজস্ব কোণ রচনা করতে পেরেছে। ভবিষ্যতে বাংলা সাময়িকপত্রিকার ইতিহাস যাঁরা রচনা করবেন ছড়াপত্র সুসাথী তাদের জন্য এক অপরিহার্য আকর হয়ে থাকবে।

শুধু পরিমাণের উৎকর্ষের জন্য নয়, গুণমানের উৎকর্ষের জন্যও এ পত্রিকা [illegible] না। যেমন নিয়মিত হয়েছে, পৃষ্ঠার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে, তেমনই মলাটে, ভেতরকার অলংকরণে, ছড়ায় ও লিখায় ক্রমশ বিচিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে এ পত্রিকা। মলাট অলংকরণ এদেরকে অসাধারণ। দেওয়া হল এই জন্য যে, ছোটদের পাতায় শুধু মনোগ্রাহী হলেই হয় না, তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনোহারীও হতে হয়। মফস্বল শহর থেকে এজাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করা একপ্রকার অসমসাহসিক। তুলি আর রং, রেখা আর লেখা একাকার হয়ে গিয়েছে এ পত্রিকায়।

বিজ্ঞাপনের অভাব বা অপ্রতুলতা, গ্রাহকসংখ্যার হ্রাস ও স্থিরতা, মুদ্রণের মূল্যবৃদ্ধি এবং লেখকদের কাছ থেকে ঠিক সময়ে ঠিক লেখা না পাওয়ার অসুবিধা : এসব

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত রচনা

বাঙালির সংস্কৃত কবিতা

চয়ন, কবিতায় অনুবাদ, টীকা ও ভূমিকা রচনা

পরিকল্পনা

আপাতত এ বই-এর নাম করা হয়েছে বাঙালির সংস্কৃত কবিতা। এসব কবি সাধারণ অর্থে বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের বা বাংলাদেশের বাঙালি এমন বিশেষ বিশেষ অর্থে নয়। তাঁরা সংস্কৃতে দূতকাব্য চম্পূকাব্য ঐতিহাসিক-কাব্য ইত্যাদি লিখেছেন। আর রচনা করেছেন প্রকীর্ণ কবিতা। টুকরো টুকরো সেই সব কবিতায় বাংলা ও বাঙালির রূপ ও স্বরূপ ধরা পড়েছে। এখনকার বাংলা কবিতা পাঠকের কথা মনে রেখে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষায় এসব রচনার রূপান্তরণের কথা ভাবা হয়েছে। আনুমানিক বারো থেকে আঠারো শতকের ভেতর এই কবিতাবলি লেখা হয়েছিল। এ বই-এর নাম আরও ঠিক হয় এই বললে : মধ্যযুগের বাঙালির সংস্কৃত কবিতা।

এ সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন কবির প্রায় একশো কুড়িটি কবিতা নিয়ে। দরকার হলে কবি ও কবিতার সংখ্যায় হেরফের ঘটানো যেতে পারে। এ বই-এর মূল বিষয় হল কবিতার অনুবাদ, কবিতায় অনুবাদ। সব অনুবাদই বাংলা তরজমায় সাধারণত আট আট ছত্রের। এক এক পৃষ্ঠায় দুটি কি তিনটি করে কবিতা আঁটবে। তা হলে অনুবাদের জন্য বরাদ্দ হয় ষাট কিংবা চল্লিশ পৃষ্ঠা। কুড়ি পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা যোজনা করা হবে। টীকা থাকবে আরও কুড়ি পৃষ্ঠার। কবি পরিচিতির জন্য ধার্য দশ পৃষ্ঠা। আর থাকবে শ্লোকসমূহের প্রথম ছত্রের সূচি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু। সব মিলিয়ে বই হবে একশো কি একশো কুড়ি পৃষ্ঠার। সম্ভব হলে প্রথম ছত্রের সূচির বদলে মূল সব শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা হলে বাড়তি পঁচিশ পৃষ্ঠার দরকার।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

এ বই-এর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুরকম। প্রথম উদ্দেশ্য দেশগত। ভারতে সংস্কৃত কবিতা-চর্চার ধারা কম করেও সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো। এমন ছেদরহিত, দীর্ঘ ও ব্যাপ্ত পরম্পরা পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় আছে ব'লে মনে হয় না। ভারতের সংস্কৃতির মূল সুরটি ধরে

রেখেছে সংস্কৃত। নানা প্রদেশের নানা কবি নানা পর্বে সংস্কৃতে কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। আঞ্চলিক বিপুল বৈচিত্র্যের সে পরিচয় যদি আধারিত না হয় তা হলে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা খণ্ডিত হয়, ভারতীয় সংহতির প্রয়াসও সেই অনুপাতে ব্যর্থ হয়। অঙ্গহানি ঘটে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়। বিশেষত বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের রচনাও অপূর্ণ থাকে। আর বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমের দিককার এক অধ্যায় অলিখিত থেকে যায়। সে অধ্যায়ের নাম : পুরোনো বাঙালির সংস্কৃত কবিতা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কালগত। মধ্যকালের বাংলাভাষী কবিদের এক অংশ সংস্কৃত কবিতা-রচয়িতাদের সঙ্গে আধুনিক বাংলাভাষী পাঠকের অন্তত প্রাথমিক পরিচয়টুকু করিয়ে দেওয়ার জন্য এ পরিকল্পনা। সাম্প্রতিক পাঠকদের এক ভাগ আধুনিক বাংলা কবিতারও পাঠক। সাধারণভাবে যাঁরা বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিষয়ে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের কিছু জিজ্ঞাসার সমীচীন উত্তর দিতে পারবে এ বই। বেশ কিছু শতক ওপারের এ সমস্ত বাঙালি কবির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য গড়ে দেওয়া হবে অনুবাদের সাঁকো। এ অনুবাদ গদ্য অনুবাদ নয়। প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা এখানে আধুনিক বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত। বাংলায় যেহেতু এখনও এরকম কোনও বই নেই তাই এ বই সহৃদয় সামাজিকের সঙ্গী হবে এমন আশা করা যায়।

আধুনিক বাঙালি পাঠক ইংরিজি পড়েন। সে তুলনায় সংস্কৃত পড়েন না। ইংরিজিতেও ঠিক এবিষয়ে এমনভাবে পরিকল্পিত কোনও বই আছে বলে এই অনুবাদকের জানা নেই। আধুনিক বাঙালি লেখকের এক অংশ ইংরিজিতে লেখেন। মধ্যযুগে বাঙালি কবি এরকম অবাংলা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে কবিতা রচনা করে এসেছেন। সংস্কৃত ও ইংরিজি প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ভাষা বাঙালির কাছে বিদেশি, তবু আপন প্রকাশের ভাষা। দুইই প্রতাপের ভাষা, দুইই আন্তঃপ্রাদেশিক সংসক্তির ভাষা। সাহিত্য আকাদেমী প্রকাশিত মধ্যকালীন ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের ইংরিজি গদ্যে ও কবিতায় অনূদিত সংকলনমালার প্রাসঙ্গিক চতুর্থ খণ্ডে অর্থাৎ সংস্কৃত কবিতার তরজমার অংশটিতে প্রস্তাবিত এই সঞ্চয়নের দুই-এক জন ছাড়া আর কোনও কবিকেই গ্রহণ করা হয় নি। এই সীমাবদ্ধতার পটভূমিতেও এ বই-এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

দেশগত ও কালগত দূরত্ব পার হয়ে এই সব অনুবাদ-কবিতা পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য কোনওখানের বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে যেতে চায়।

সংকলনের উৎস

সংস্কৃত কবিতার এক বিশেষ পরিচয় আছে তার প্রকীর্ণ কবিতায়। এ রকম ছোটো ছোটো ও অসংশ্লিষ্ট সংস্কৃত কবিতার দুটি সংকলন বাংলাদেশে করা হয়েছিল। সংকলনদুটির নাম সুভাষিতরত্নকোশ ও সদুক্তিকর্ণামৃত। এ দুটি বই এসব কবিতা অনুবাদের প্রধান আকর।

সুভাষিতরত্নকোশ বারো শতকের রচনা। সংকলক বিদ্যাকর ছিলেন বাংলাদেশের বৌদ্ধ। এতে প্রায় দুশো কবির সতেরোশোর বেশি শ্লোক আছে। কবিরা অনেকে পাল রাজাদের সময়কার বাঙালি। সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনটি করা হয়েছে তেরো শতকের গোড়ার দিকে। সংকলয়িতা শ্রীধর দাস সেন রাজাদের আমলের কবি। এতে সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা তেইশ শোর ওপর। কবির সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। এ সংকলনে সুভাষিতরত্নকোশ-এর বেশ কিছু শ্লোক আছে। সেন রাজাদের কবিতা ও তাঁদের রাজসভার কবিদের শ্লোক এ সংকলনের এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে। এ সংকলনের অনেক কবিই বাঙালি।

সেন রাজসভার এক কবি গোবর্ধন রচিত আর্যাসপ্তশতী এই অনুবাদ কবিতার বই-এর একটি গৌণ উৎস। এতে আর্যা ছন্দে লেখা সাতশো শ্লোক আছে। হাল রচিত গাথাসপ্তশতী-র অনুকরণ মনে হয় এ সংকলনটিকে। এটি মূলত শৃঙ্গাররসের কাব্য। তা হলেও এর ভেতর সমাজজীবনের সহজ আবেদন কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলী আর একটি উৎস। এ সঞ্চয়নে রূপ গোস্বামীর নিজের কবিতাও আছে। সংগৃহীত সব কবিতাই ভক্তিরসের কবিতা, বিশেষ করে কৃষ্ণলীলার কবিতা। অন্যান্য সংস্কৃত কাব্য থেকেও কিছু শ্লোক অনুবাদের জন্য চয়িত হবে। নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, সুশীলকুমার দে প্রমুখ বাঙালির রচনা এক্ষেত্রে প্রধান সহায়। ইংগলস, কোসাম্বী, গোখলে এবং ওয়ার্ডার প্রমুখ ভারতবিদের সম্পাদনা এবং রচনাও সহায়ক।

সংকলনের কবিদল

এ সংকলনে পঁয়তাল্লিশ জন কবি গৃহীত হয়েছেন। তাঁরা বারো থেকে আঠারো শতকের বাঙালি কবি। বাঙালি কিনা এ বিতর্ক যথাসম্ভব এড়িয়েই এই সব কবিকে নির্বাচন করা হয়েছে। কবিদের নামমালা এরকম :

উমাপতিধর, কর্ণপুর, কেশবচ্ছত্রী, কেশব ভট্টাচার্য, কেশব সেন, গদাধর বৈদ্য, গোবর্ধন, গোবিন্দ ভট্ট, গৌড় অভিনন্দ, চক্রপাণি, চন্দগোমী, চিরঞ্জীব, জগদানন্দ রায়, জগন্নাথ

সেন, জয়দেব, ধোয়ী, পুরুষোত্তম দেব, বঙ্গাল, বসুকল্প, বল্লাল সেন, বাচস্পতি, বাসুদেব সার্বভৌম, বিদ্যাকর, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, ভট্টভবদেব, মুকুন্দ ভট্টাচার্য, যোগেশ্বর, রঘুনাথ দাস, রামচন্দ্র কবিভারতী, রামচন্দ্র দাস, রূপগোস্বামী, লক্ষ্মণ সেন, লক্ষ্মীধর, শরণ, শুভাঙ্গ, শ্রীধরদাস, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমত্ পণ্ডিত, ষষ্ঠী দাস, সর্ববিদ্যাবিনোদ, সাজোক, সূর্যদাস এবং অজানা কয়েকজন কবি।

কবিতা-পরিচয়

সংস্কৃত কাব্যের ভাষা পরিশীলিত। প্রথাগত নানা ছন্দের বন্ধে শ্লোকসমূহ বাঁধা। প্রথাসিদ্ধ নানা অলংকারে তারা মণ্ডিত। অভিলেখের শ্লোকে এবং সভাশোভন কবিতায় কৃত্রিমতা আছে। তবু এ দেশের এবং সেকালের কবিদের মনের জগৎ এবং কাব্যের আদর্শ এসব শ্লোকে ফুটে উঠেছে। পাল ও সেনযুগের রাষ্ট্রীয় ও রাজনীতিক খবর আছে কিছু শ্লোকে। তার থেকে অনেক বেশি আছে এবং ঢের উপাদেয়ভাবে আছে বাংলার নিসর্গপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়। আছে বাংলার ঋতু, গাছ, পশু, পাখি, ফল, তরুণ, বৃদ্ধ, গ্রাম, নগর, বধূ ও বারাঙ্গনার সরস রঙিন ছবি। জনজীবনের বাস্তব চিত্রণ ছাড়া কৃষ্ণকথা শিবকথা জাতীয় লোকপুরাণও এখানে অঙ্কনের যোগ্য বিষয়।

কবিতা-অনুবাদ প্রসঙ্গে

এখানে সংস্কৃত উৎস-ভাষা এবং বাংলা লক্ষ্য-ভাষা। সংস্কৃত বাংলা দুইই ইন্দোয়োরোপিআন বর্গের ভাষা, ফলে সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ যত সহজ তত কঠিন। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের পুরোনো ধারাটি এখানে পরিত্যক্ত। সংস্কৃতে উচ্চারিত লঘুগুরু মাত্রাভেদ বাংলায় নেই। সংস্কৃত শ্লোকের নিয়মিত পদ্যবন্ধে চরণান্তিক মিলবিহীনতাও সাধারণ বাঙালি পাঠকের কানে অচেনা ঠেকতে পারে। সংস্কৃত মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও আধুনিক বাংলার প্রকৃতি ও আধুনিক কাব্যভাষার প্রকৃতির প্রতি অনুগত থাকবার শিল্পায়াসের ফল এ সব অনুবাদ। এক একটি চারছত্রের সংস্কৃত শ্লোক রূপান্তরণের ফলে আটছত্রের বাংলা কবিতায় পরিণত হবে। মিলবিহীন হলেও ধ্বনিসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে। লীলা রায় বহুমাত্রক কাব্য-অনুবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন, এক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটবে। তাঁর Multidimensional Translation: Poetry নামের ঐ প্রবন্ধটি গার্ডেনার প্রেস ন্যু ইঅর্ক থেকে ১৯৭৬-এ প্রকাশিত এবং R.W. Brislin সম্পাদিত Translation Application and Research বই-এর নবম

অধ্যায়। বারবারা ষ্টোলার মিলার অনূদিত গীতগোবিন্দর ইংরিজি তরজমাও এ অনুবাদের এক আদর্শ।

অনুবাদক ও অনুবাদ

অনুবাদক একজন আধুনিক বাঙালি কবি। তাঁর শেষ কবিতার বই জলের তিলক। ২০০৩-এ আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে অনুবাদ তাঁর বেশ কিছু আলোচনার বিষয়। আজারবাইজানের প্রাচীন কবিতা নামে ইংরিজি থেকে অনূদিত কবিতার বইটি কলকাতার সারস্বত প্রকাশন থেকে ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল। জেনগল্প জেন কবিতা নামের গদ্য ও কবিতাময় অনুবাদগ্রন্থটি কলকাতার বাণীশিল্প ২০০৪-এ প্রকাশ করেন। একাধিক উৎস থেকে এটি রূপান্তরিত। এখানে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রন্থবদ্ধ এরকম কিছু অনুবাদনির্ভর প্রবন্ধের উল্লেখ করা হল :

N.P. :

এক. একটি শ্লোক : অনুবাদের বর্ণালি। রচনাটি কবিতার ভাষা, কবিতায় ভাষা গ্রন্থভুক্ত। বাণীশিল্প, কলকাতা-৯। ২০০৪।

দুই. চারটি শ্লোক : অনুবাদ ও অনুকথন। রচনাটি কবিতার ভাষা, কবিতায় ভাষা গ্রন্থভুক্ত। বাণীশিল্প, কলকাতা-৯। ২০০৪।

তিন. প্রথম প্রেম কবিতা। (ঋগ্‌বেদের সংলাপসূক্ত) রচনাটি পূর্বাপর গ্রন্থভুক্ত। বাণীশিল্প, কলকাতা-৯। ২০০৭

চার. কৃত্তিবাসী রামায়ণ : শুচিবায়ুর একদিক (বাল্মীকি-রামায়ণ-এর রম্ভাহরণবৃত্তান্ত এবং কৃত্তিবাসের অনুবাদ) পূর্বাপর গ্রন্থভুক্ত। ২০০৭।

এপ্রিল ২০০৯-এ আর.এন.আর. কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত এই অনুবাদকের ভূমিকা, টীকা ও সংস্কৃত থেকে বাংলা কবিতায় অনুবাদ সম্বলিত শ্রীচৈতন্যর কবিতা বইটি বর্তমানে প্রস্তাবিত অনুবাদ-কবিতার বইটির এক গ্রহণযোগ্য আদর্শ। শ্রীচৈতন্যর কবিতা বইটি সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমীর কলকাতা শাখার গ্রন্থাগারে রাখবার জন্য পাঠানো হয়েছে।

‘বই-এর দেশ’ ত্রৈমাসিক পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯ সংখ্যায় গ্রন্থ সমালোচনা

বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা, তারুণ্যের অকৃতার্থ দ্রোহ কিংবা ভান, উত্তেজনার তীব্র অভিব্যক্তি বা চৌকশ শৌখিনতা — সব আবেগ, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ও আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে কবিতাগুলিতে। বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতা, অতি-আধুনিকতার খেলা, প্রভাবপ্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে কবিতার শরীর। আলোচনা করেছেন **বীতশোক ভট্টাচার্য।**

নবজাত কবিতার শিল্পিত ঐকতান

‘চোদ্দো নম্বর ডেডবডি’ মৃত্যুকে শনাক্ত করবার এবং আরও বেশি জীবনকে চিহ্নিত করবার কবিতা। এসব কবিতায় এক দিকে প্রেম আছে, অন্য দিকে আছে রাজনীতি। দু’টি ক্ষেত্রেই নারী শরীর নব্য-ঔপনিবেশিকবাদী রচনার তন্নিষ্ঠ বিষয়াশ্রয়। হারিয়ে-যাওয়া সেই সব দিন, যা হয়তো তত সুখকর ছিল না, তাদের প্রতি স্নিগ্ধ মনোভাবে এ সংকলনের কিছু কবিতার সৃষ্টি।

চোদ্দো নম্বর ডেডবডি - সুবোধ সরকার - ৮০.০০

কালো রঙের আগুন - পিনাকী ঠাকুর - ৬০.০০

এমনি বই - শ্রীজাত - ৮০.০০

আকাশগঙ্গা বৃষ্টিজন্ম - নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় - ৬০.০০

ছেড়েছি সব অসম্ভের আশা - বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৮০.০০

অধর্ম কথা - প্রবালকুমার বসু - ৬০.০০

দোহাই আপনার - সিদ্ধার্থ সিংহ - ৬০.০০

ছায়াছবির গান কৃষিকথার আসর - সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় - ৬০.০০

কবিদানব - অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় - ৬০.০০

— উপরের সবক’টি বই-এর প্রকাশক —আনন্দ পাবলিশার্স, কল - ৯

‘যে কথা হয়েছিল মাতাল তরণীতে / আবার হবে নাকি চৈত্র রজনীতে ?’ – ‘মল্লিকার জন্মদিনে’ নামের এ কবিতা মন করিয়ে দেয়, কবিরা স্ত্রীকে নিয়ে কবিতা লিখলে শুধু এলিজি লেখেন না। মধ্যযুগের অঙ্গদরায়বার রচিত হওয়ার পর সুবোধ সরকারের অনেক কবিতাই শ্রেষ্ঠ কলহশিল্প রচনার প্রয়াস। সরস অপমান ও গালির যোগে প্রস্তুত, লঘু বুদ্ধিদীপ্ত ও আক্রমণাত্মক

ভঙ্গিমায় পরিবেশিত তাঁর এ-জাতিয় কবিতা উর্দু হজভ-এর মতো, কোথাও কোথাও স্ক্যাটোলজিক্যাল এবং অশালীন। কবিগানে ফুকো একটি অংশ ; ফুকোর ক্লিষ্ট উল্লিখন আছে এখানে: 'রাষ্ট্র মানে ফুকোর মতে / একটি জেলখানা।' ফুকো ফুকরে ওঠার আগে দেশবন্ধু বলেছিলেন: সমগ্র ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার। এই কবির কোনও কোনও স্পষ্ট উচ্চারণ পাঠকের কাছে অনচ্ছ ঠেকে : 'কার বাপের ভাষা আমাতে বার্তায় এলিট লিখেছিল চর্যাপদ।' — এ ছত্রে বাপের ভাষা বললেই তা দাপের ভাষা হয়ে ওঠে না, এবং এলিটের চর্যাপদ-লিখন এলিট সম্পর্কে মার্কসীয় চেতনার অযথাযথ বিকাশের সূচক মনে হয়।

'দোহাই আপনার' কবিতার বইটির নামের মধ্যেই উপভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণের একটি সুস্পষ্ট ভঙ্গি আছে।

পিনাকী ঠাকুরের কাছে 'কালো রঙের আগুন' হচ্ছে: 'বুকের উপর রাবীন্দ্রিক তিল।' 'লিখবে তাকে বাংলা ভাষায়, যে কবি নির্ভীক' — তার জন্য এই কবি অপেক্ষা করে আছেন। রবীন্দ্রনাথকে সুকুমার রোম্যান্টিক সাব্যস্ত করে প্রতিপন্ন অতি-আধুনিকতার খেলায় তিনি মেতে উঠেছেন: বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা, কৈশোরের প্রেম, অপ্রতিদত্ত প্রণয়, তারুণ্যের অকৃতার্থ দ্রোহ এবং মত্ততাও এই খেলার যথাবিহিত উপকরণ। মফস্‌সলের স্থানবর্ণিমা তাঁর কয়েকটি কবিতায় স্মৃতির ঘন ছায়ায় মেদুর। 'ডাইং স্টেটমেন্ট' নামের ঊনশেষ কবিতাটিতে তিনি এক অলীক বাস্তবতার পরিত্রাণ-প্রার্থী: 'আমি যে চাই, তোকে, রিয়্যালিটি! / স্বপ্ন, জানো তুমি স্বপ্ন কি ?' 'প্রেম ভার্চুয়াল' না হওয়ার রবীন্দ্রনাতের প্রেমের কবিতা কম উপাদেয় হয়নি।

'এমনি বই' কি এমনি পড়ার জন্য লেখ ? শ্রীজাতর এসমস্ত কবিতা শুরু থেকেই এ জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে। 'এই আমার যত্তসব যাচ্ছেতাই ধুত্তেরি': স্বীকারোক্তিটি পড়ে মনে হতে পারে, এ উচ্চারণে বিরোধাভাসের সুর লেগেছে। 'আমার যত্তসব যাচ্ছে তাই' এবং / অথবা তোর কথায় ধুত্। অর্থাৎ এ বাক্যটি কি একই সঙ্গে কবির রচনাকে নিন্দা করছে এবং পাঠককে পাঠক্রিয়া থেকে নিরস্ত করছে ? ধুত্তেরি মানেও তো তোর কথায় ধুত্। এ ভর্ৎসনা নিশ্চয়ই পাঠককে, কারণ কবির কাছে তো তাঁর 'এমনি বই' একটি অমনিবাস: 'এই আমার এমনি বই, যার ভেতর বন্দি আজ / নীল গ্রহের শেষ ম্যাজিক....'। অগ্রজ এক কবির মতো অগভীর এক দার্শনিকতা এ কবিকেও পেয়ে বসেছে: 'এসব যদি সহজ না হয়, / সহজ তবে বলব কাকে ? / তার চাইতে তোমরা বরং / জটিল করে দাও আমাকে।' — তারুণ্যের ভান

এবং সরলতার ভঙ্গি দুইই কবিতায় অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ যেন এক উপাদেয় স্বাদবদল। কোনও বিড়ম্বনা অসহিষ্ণুতা অশ্রদ্ধার মধ্যে না গিয়ে মূলত নিম্ন-মধ্যশ্রেণির গ্রাম গঞ্জ নির্ভর বঙ্গভাষীর সহজ মর্যাদাবোধ ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গটিকে তিনি কেন্দ্রীয় কাব্যপ্রত্যয়ে পরিণত করতে পেরেছেন।

'অধর্ম কথা' বইটিতে সন্দিগ্ধ সব প্রশ্ন পার হয়ে পার্থিব অস্তিত্বের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে অন্বিত হওয়ার এক আশাবাদী এবং সময়শোভন মুদ্রা রচিত হয়ে চলেছে। মননশীলতা ও ইন্দ্রিয়গত প্রত্যয় দুইই কবিকে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনে আস্থা স্থাপন করতে শিখিয়েছেন।

'আকাশগঙ্গা বৃষ্টিজন্ম' বইটিতে আগাগোড়া এক তপ্ত গৈরিক উচ্ছ্বাসের ঢল নেমেছে। কথা বলবার প্রবল আবেগ গতি সঞ্চারিত করেছে এসব কবিতায় ; উত্তেজনায় তীব্র অভিব্যক্তি কবির কাছে রক্ষাকবচের মতো: পূর্বজ এবং সমকালীন কবিদের দ্বারা অভিহত হয়েও তিনি দক্ষ ও নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পেরেছেন। কবিতাবলিতে মৌল ক্ষুধাবোধ এবং প্রণয় ও শরীরী-সংসর্গের একান্ত পিপাসা আধ্যাত্মিক-নান্দনিকতায় এমন উত্তরণের পথ খুঁজেছে: 'যখনই ঈশ্বর ভাবলাম পুনর্বার, ছলকে উঠল, ঝলসে উঠল / রাশি রাশি কুচো কুচো মাছ / মাছের ছড়ানো শীকরে শীৎকারে ছোট্ট ছোট্ট রামধনুর গুঁড়ো।' (তুমি কে) বর্ণবান্ সংসক্ত ও গতিশীল অনুরূপ আর একটি বাক্‌প্রতিমা: 'আমি তার মগ্ন চৈতন্যকে লাল আবীরে রাঙিয়ে / একটি গেরুয়া পথ লোকে লোকান্তরে খুঁজে চলি।' নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এমন যাত্রাপথ শিবময় হোক।

'কবিদানব' বইয়ের শেষ কবিতা একটি কবিতাপাঠ অনুষ্ঠান। রচনাটি বেকেটের একটি ছোট নাটিকার কথা মনে করিয়ে দেয়।

'ছেড়েছি সব অসম্ভবের আশা' বইয়ের আটটি দীর্ঘ কবিতায় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদী বিবাদী সুরসমূহকে একটি শিল্পিত ঐকতানে বাঁধতে চেয়েছেন; দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতিতে, একোক্তিতে ও সংলাপবদ্ধ কবিতায়, গদ্যকবিতা ও গদ্যে-কবিতায় তিনি যথোচিত স্বচ্ছন্দ; বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতাতেও তাঁর রচনার নিঃসরণ সমান মসৃণ। কিন্তু সপ্রতিভ রূপদক্ষতা তাঁকে দিয়ে এমন পঙ্‌ক্তিমালা লিখিয়ে নিতে পারে: 'দেশভাগ আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে / পাঁচশো বছর ... কিন্তু তোমার ওই ঘুরিয়ে নেওয়া মুখ / আমাকে পিছিয়ে দিল সাড়ে তিন লক্ষ বছর।' — এ যদি হত অনুভূত সত্য তা হলে ধরা পড়ত পাঠকের হৃদয়ে। একইরকম চৌকশ শৌখিনতায় তিনি উচ্চারণ করেছেন : 'মেয়েরা যেমন / পিছনে না তাকিয়ে তিনমুঠো চাল ছুঁড়ে

দেয় / আমি ছুড়ে দিয়েছি সন্ন্যাস, স্বপ্ন, সেক্স / সদ্‌গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র ব্যতিরেকে / কোনও লাগেজ রাখিনি সঙ্গে।' — তাঁর নিক্ষেপ তিনটি স-এর অনুপ্রাসই আছে শুধু : স্বপ্ন ও নারীবর্জিত কাব্যরচনা এক অসম্ভবের আশা, কেবল বীজমন্ত্র সম্বল কাব্যও সভ্যতা এখনও আমাদের উপহার দিতে পারেনি।

প্রবালকুমার বসুর 'অধর্ম কথা' বইটিতে সন্দিগ্ধ সব প্রশ্ন পার হয়ে পার্থিব অস্তিত্বের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে অন্বিত হওয়ার এক আশাবাদী এবং সময়শোভন মুদ্রা রচিত হয়ে চলেছে। মননশীলতা ও ইন্দ্রিয়গত প্রত্যয় দুইই তাঁকে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনে আস্থা স্থাপন করতে শিখিয়েছে, মন ও মননের যুগ্ম সংবেগে তাঁর কবিতায় প্রতীক প্রত্যাসন্ন। বিভাব- কবিতাটিই এরকম চমৎকার এক লিরিক: 'নদী যেইভাবে সম্বল / করেছে সমুদ্র নুন জল / গ্রহণ করেছে নিরুপায় / সমুদ্র কেন নদীতে ফিরে চায় ?... সম্পর্কের ভিতরে এক পাখি / ঘুমিয়েও ডানা ঝাপটায়।'

'যে কথা হয়েছিল মাতাল তরণীতে / আবার হবে নাকি চৈত্র রজনীতে ?' — 'মল্লিকার জন্মদিনে' নামের এ কবিতা মনে করিয়ে দেয়, কবিরা স্ত্রীকে নিয়ে কবিতা লিখলে শুধু এলিজি লেখেন না। সুবোধ সরকারের অনেক কবিতাই শ্রেষ্ঠ কলহশিল্প রচনার প্রয়াস।

'দোহাই আপনার' কবিতার বইটির নামের মধ্যেই উপভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণের একটি সুস্পষ্ট ভঙ্গি আছে। সংবাদপত্রে দূরদর্শনে পোস্টারে যেভাবে কোনও বস্তু বা ঘটনার যোগ্যতা বাংলা ভাষার বাহনে সুন্দর ও তথ্যনিষ্ঠ রূপে পরিবেশিত হয়, তেমনই বিজ্ঞাপন - প্রতিবেদন রচনার ধরন আছে সিদ্ধার্থ সিংহর কবিতায় : ধরনটি অনেক সময় মনোহারী, ক্বচিৎ-কখনও তা মনোজয়ী। কিন্তু এ-কবিতাবলিতে কোথাও দুই ছত্রের মধ্যবর্তী কোনও অন্তর্লীন পাঠ্যবস্তু নেই, রহস্যের সংগোপন ছায়া তাই প্রায় কোথাও পড়েই না। দুই-একটি কবিতার পায়ের তলায় এরকম ছায়া এসে পড়েছে। যেমন, 'না হাঁটলে, / অভিমানে, পায়ের তলা থেকে একদিন মাটি সরে যেতে পারে...' (হাঁটুন)

'আকাশগঙ্গা বৃষ্টিজন্ম' বইটিতে আগাগোড়া এক তপ্ত গৈরিক উচ্ছ্বাসের ঢল নেমেছে।

সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ এক উপাদেয় স্বাদবদলের মতো মনে হয়। কোনও বিড়ম্বনা অসহিষ্ণুতা অশ্রদ্ধার মধ্যে না গিয়ে মূলত নিম্ন-মধ্যশ্রেণির গ্রামগঞ্জনির্ভর বঙ্গভাষীর সহজ মর্যাদাবোধ ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গটিকে তিনি কেন্দ্রীয় কাব্যপ্রত্যয়ে প্রায়শ পরিণত করতে

পেরেছেন। বুর্জোয়া মতাদর্শ ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ এসে পড়ায় একে সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদী বলতে হয়তো দ্বিধা হবে, কিন্তু বিকাশমান বাস্তবের মধ্যে প্রাত্যহিকতার শান্ত শৌর্যে আশাবাদী ও আনন্দিত কিছু মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ সৎ ও আন্তরিক উচ্চারণে এ কবিতার বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই কলরবমুখর। 'ছায়াছবির গান ও কৃষিকথার আসর' এ - গ্রন্থনামে ও কবিতার বাণী ও সুর স্পষ্টতায় সম্পচারিত।

'কবিদানব' বইয়ের শেষ কবিতা একটি কবিতাপাঠ অনুষ্ঠান। রচনাটি বেকেটের একটি ছোট নাটিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসব কবিতা সেইরকম; অন্তর্লীন মনোকথনের অংশ, অংশ গূঢ় স্বগতোক্তির; তেমনই প্রান্তিকায়িত, ঊষর এবং অসঙ্গ, প্রক্ষিপ্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে শ্লেষে তিক্ত। সুন্দর রূপকরণের জন্য উদগ্রীব অতচ পূর্বজদের প্রভাবপ্রবণতায় উদ্বিগ্ন, ইংরেজি নামক ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্ভারের কাছে ঋণী এবং বাচাল বাঙালির কাছে কৃতজ্ঞ। শব্দ এর উৎস, তবু নৈঃশব্দ্য থেকেই এ কবিতার অন্তিম উৎসার: 'উপুড় হয়ে কাদা মাটি সরায় / উপুড় হয়ে কারা মাটি সরায় / ... ভেতরে কান্নার স্তূপ ...' এ বইয়ের স্তূপপদমূলে এমন শিখা অবশ্য নিবে যাওয়ার জন্যই তৈরি।

'ছেড়েছি সব অসম্ভবের আশা' বইয়ের আটটি দীর্ঘ কবিতায় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদী বিবাদী সুরসমূহকে একটি শিল্পিত ঐকতানে বাঁধতে চেয়েছেন।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে
আচার্য সুকুমার সেনের লেখা চিঠি (ইনল্যান্ড লেটার)

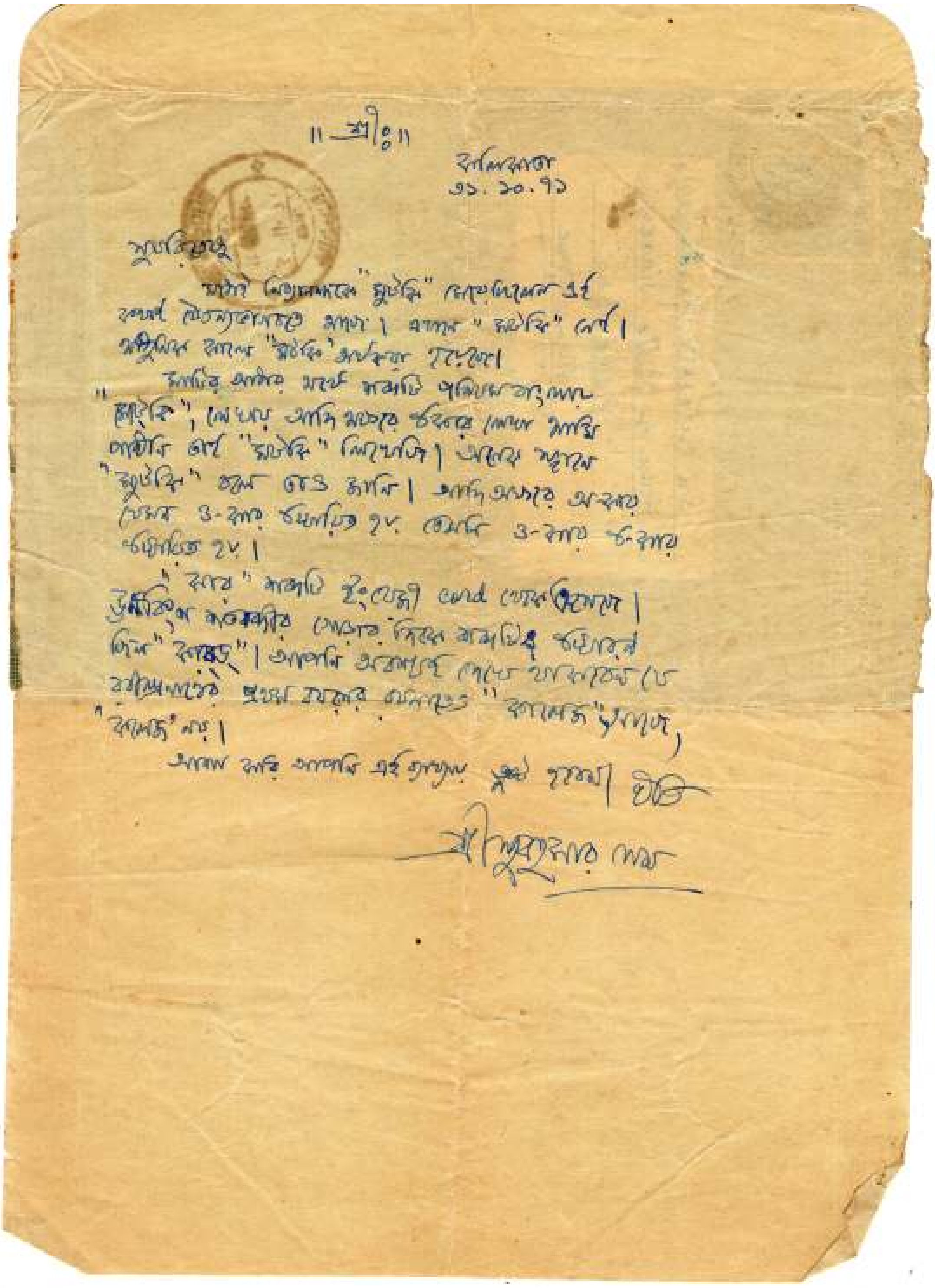
॥ শ্রীঃ ॥

৩১. ১০. ৭১

সুচরিতেষু

শ্রীসুকুমার সেন

প্রাপক বীতশোক ভট্টাচার্যকে
আচার্য সুকুমার সেনের লেখা ইনল্যান্ড লেটার-এর উপরের মোড়ক

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে
ড. নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা চিঠি

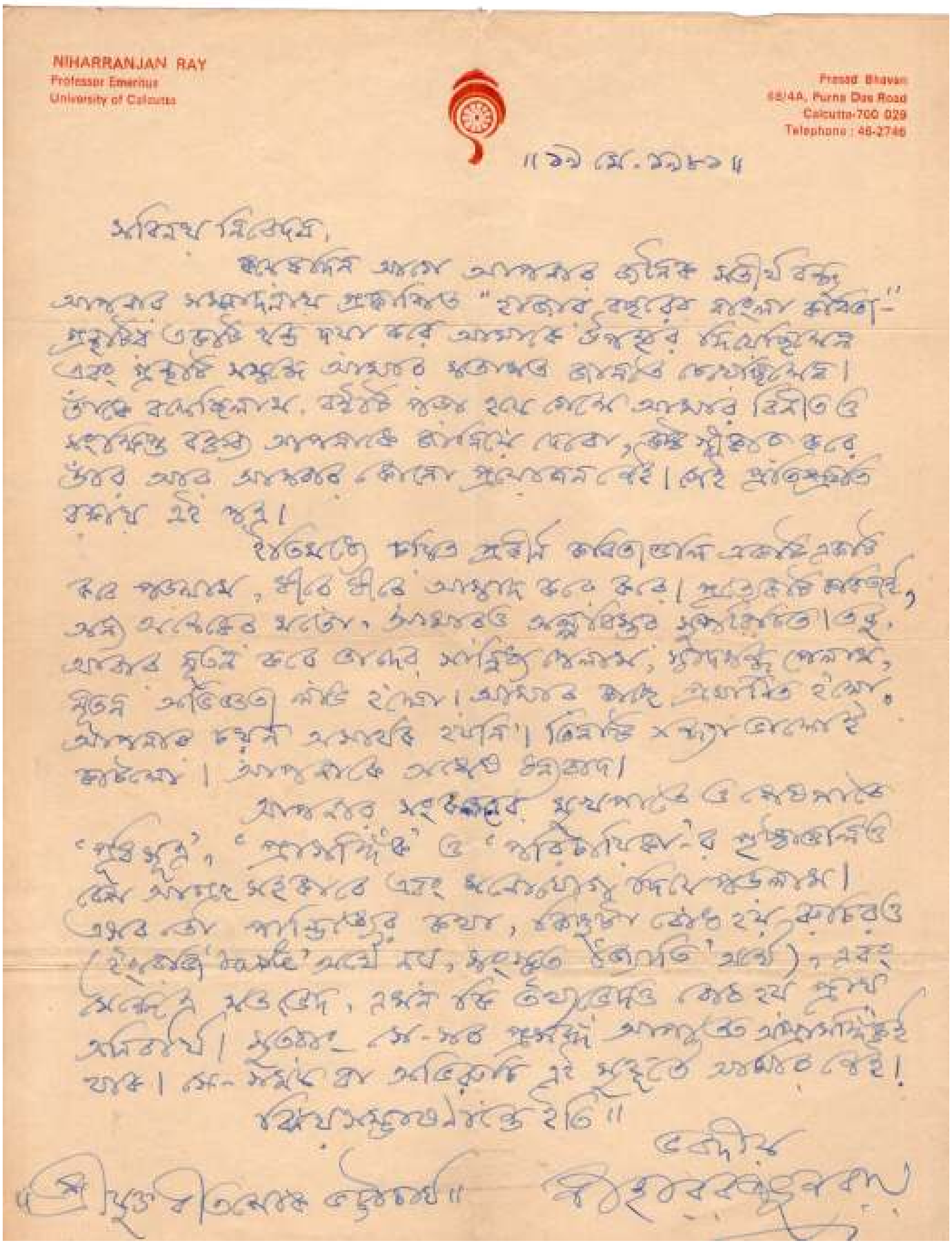
NIHARRANJAN RAY
Professor Emeritus
University of Calcutta

Prasad Bhavan
68/4A, Purna Das Road
Calcutta-700 029
Telephone : 46-2746

সবিনয় নিবেদন,

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে
অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা চিঠি

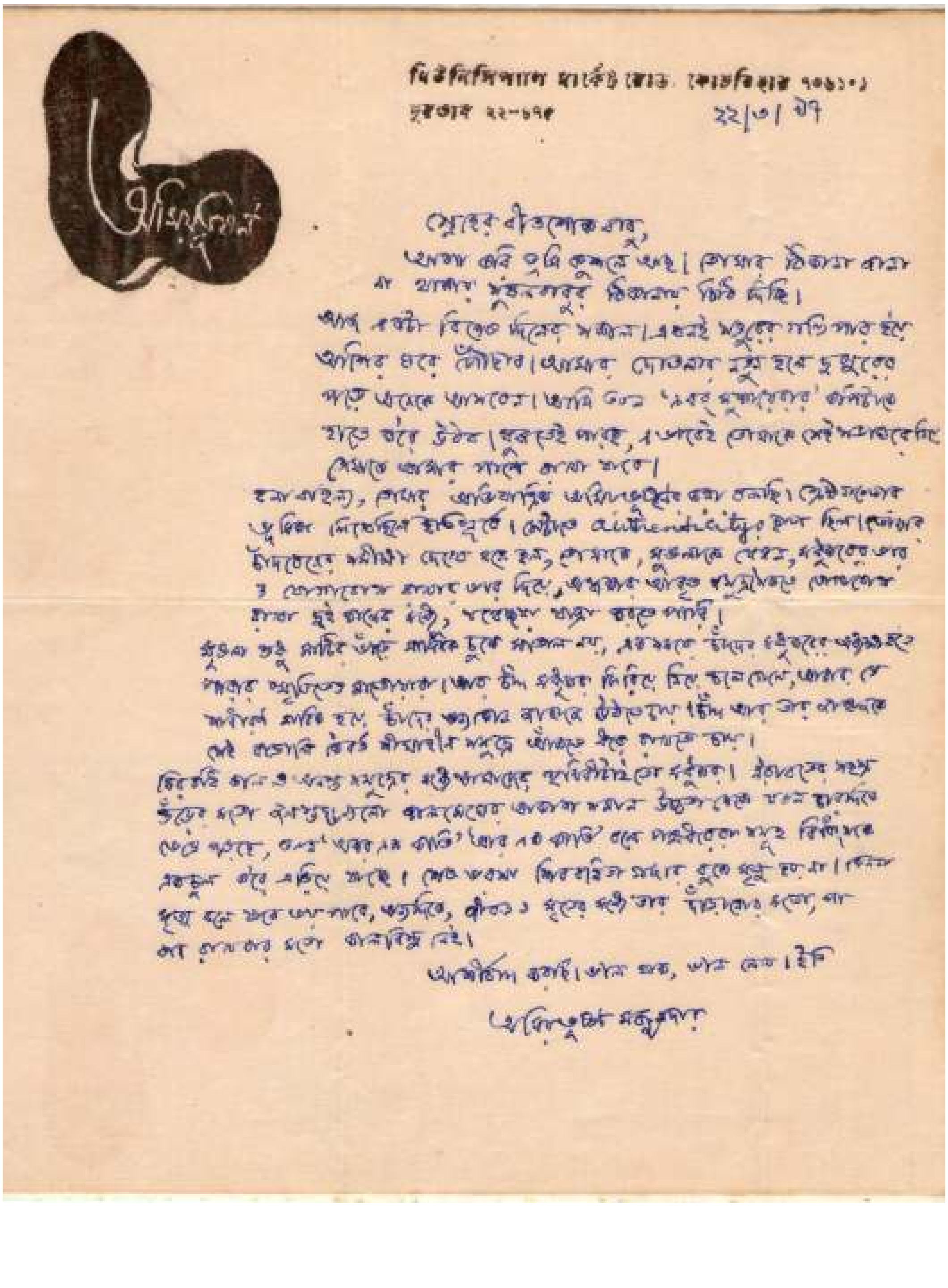

মিউনিসিপ্যাল মার্কেট রোড. কোচবিহার ৭৩৬১০১
দূরভাষ ২২-৬৭৫

২২/৩/৯৭

স্নেহের বীতশোক বাবু,

আশা করি তুমি কুশলে আছ। তোমার ঠিকানা জানা না থাকায় মুকুলবাবুর ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি।

[illegible]

আশীর্বাদ জানাই। ভাল থাক, ভাল লেখ। ইতি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট
বাংলা বর্ণে অণুশীলন

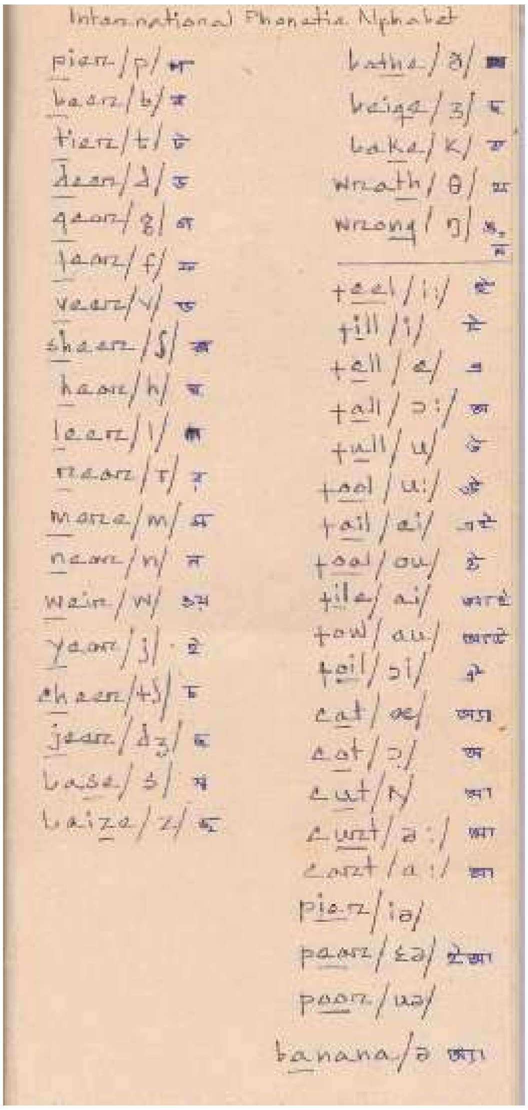

ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট
বাংলা বর্ণে অণুশীলন

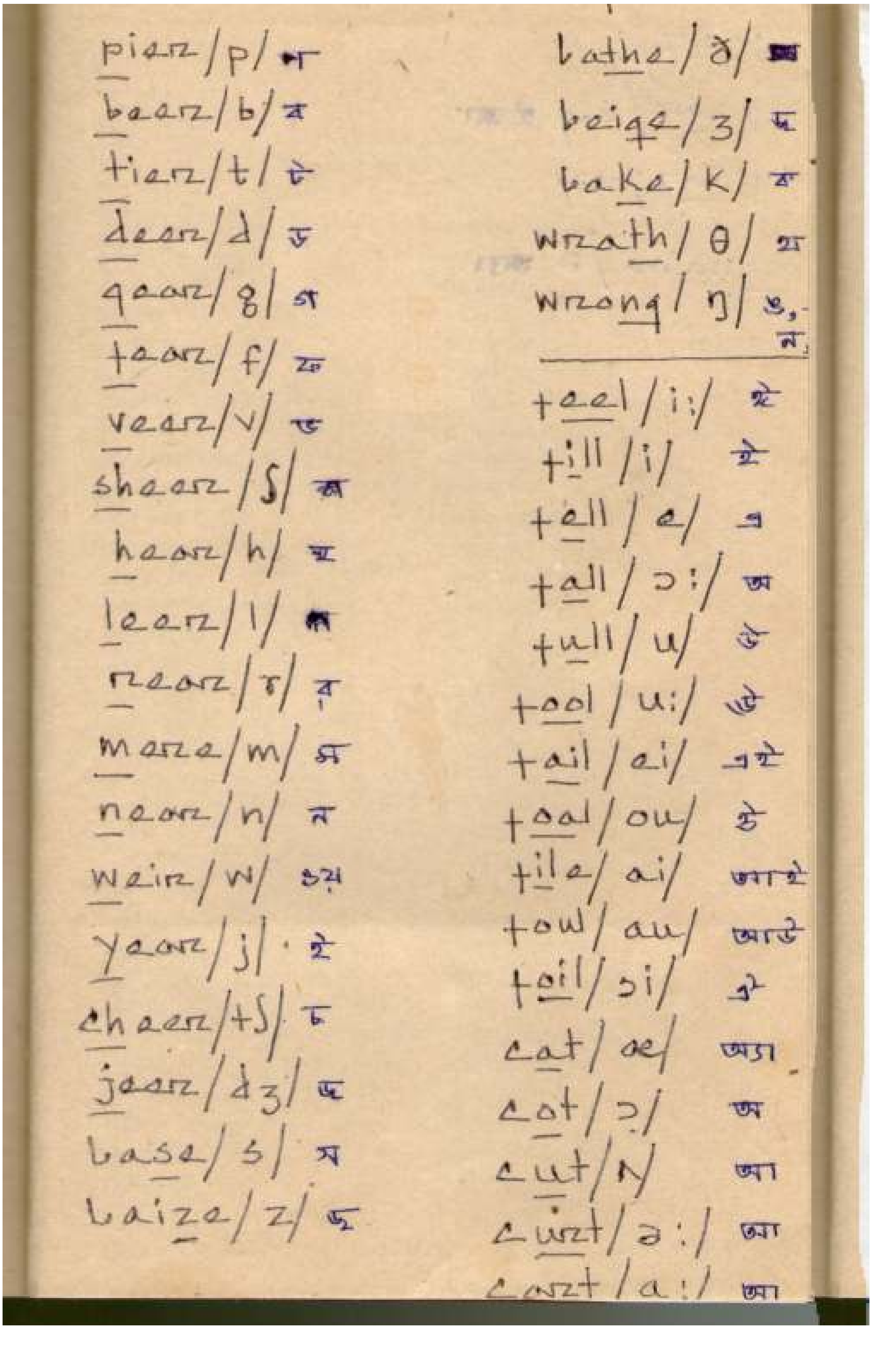

pier	/p/	প	bathe	/ð/	[illegible]
bear	/b/	ব	beige	/ʒ/	জ
tier	/t/	ট	bake	/k/	ক
dear	/d/	ড	wrath	/θ/	থ
gear	/g/	গ	wrong	/ŋ/	ঙ, ন,
fear	/f/	ফ	teel	/iː/	ঈ
veer	/v/	ভ	till	/i/	ই
shear	/ʃ/	শ	tell	/e/	এ
hear	/h/	হ	tall	/ɔː/	অ
leer	/l/	[illegible]	tull	/u/	উ
rear	/r/	র	tool	/uː/	ঊ
mare	/m/	ম	tail	/ei/	এই
near	/n/	ন	toal	/ou/	ঔ
weir	/w/	ওয়	tile	/ai/	আই
year	/j/	ই	tow	/au/	আউ
cheer	/tʃ/	চ	toil	/ɔi/	ঐ
jeer	/dʒ/	জ	cat	/æ/	অ্যা
base	/s/	স	cot	/ɔ/	অ
baize	/z/	জ	cut	/ʌ/	আ
			curt	/əː/	আ
			cart	/ɑː/	আ

আনন্দবাজার পত্রিকার ‘কলকাতার কড়চা’ বিভাগে কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নিজের নামেই শোকের অতীত হয়ে ওঠার অঙ্গীকার ছিল তাঁর। সেই সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে তাঁর কবিতায় জেন-মনস্কতার অনুশীলনেও। তবু তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বাংলা কাব্যসংসারে শোকের অন্তঃস্রোত। বীতশোক ভট্টাচার্যের (৬১) নিভৃত প্রস্থান (১৪ জুলাই) কতটা ক্ষত ও ক্ষতি রেখে গেল, বাংলা কবিতারও তা বুঝতে সময় লাগবে। মেনিনজাইটিস যখন মস্তিষ্কের অধিকার নিল, আরোগ্য-নিকেতনের শয্যায় তখনও তাঁকে মনে হয়েছে কবিতার অনাবিষ্কৃত কোনও গহিন পথের মগ্ন অভিযাত্রী। তিনি কবিতাকে যত বুঝেছিলেন, কাব্যভুবন তাঁকে ততটা বুঝেছিল কি না, সংশয় জাগে। মৃত্যুর সময়জ্ঞানের আর কাব্যবোধের এত অভাব! এতই অবিবেচনা মৃত্যুর!

বীতশোক

দশক দেগে দেওয়ার গণ্ডিবদ্ধতাকে কবির প্রতি অবিচার মনে করতেন বীতশোক। বিশ্বাস করতেন, কবিতার শক্তিতেই কবি সত্য হয়ে উঠবেন। তাই ভারতবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে কবিতায় নিজস্ব আধুনিকতার পথে চলে গিয়েছিলেন তিনি। বৈদিক ঋকের মন্ত্রসংহতি আর লোকায়ত সংস্কৃতির ধূলিচন্দন ওতপ্রোত তাঁর *অন্য যুগের সখা, শিল্প, এসেছি জলের কাছে, স্থিরাগমন, জলের তিলক* কাব্যগ্রন্থে। ফলত তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল ‘বন্ধুদের থেকে কত বাধ্যতামূলক দূর’। খেদ ছিল তাঁর, ‘আমার কবিতার মোটে এক মুষ্টি পাঠক!’ তাঁর অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক সত্তা গিলে ফেলেছে কবিসত্তাকে, এমন সমালোচনাও অবিরল। অথচ অস্তিসচেতন ভাবেই কবিতায় মেধা চর্চার নতুন ‘স্কুল’ তাঁর অন্বিষ্ট ছিল। সময়ের সঙ্গে সংগ্রামে সেটাই তাঁর প্রহরণ। নিজের পরিচায়নে বীতশোক লিখেছিলেন ‘মানমন্দিরের ঊর্ধ্বে ঐ ওই জেগে থাকা আমার হৃদয়: সে একা একটি তারা’। সময়ের ঊর্ধ্বে তাঁর কবিতার তারা কী ভাবে জ্বলছে, আরও কিছু রাত জেগে সেটা খুঁজে নিতে হবে সময়কেই।

মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম পার্কে বনভোজনে
মেদিনীপুর কলেজের সহ-অধ্যাপকদের সঙ্গে
কবি বীতশোক ভট্টাচার্য (০৩.০১.২০১২)

অশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১ - ২০২২) সারসংক্ষেপ

১) জন্মতারিখ : ১৩.০২.১৯৫১

২) জন্মস্থান : মির্জাপুর, মেদিনীপুর শহর

৩) বাবা : ৺ সমরেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য (মৃত্যু ১৯৮৭, বয়স ৬৮/৬৯)

৪) মা : ৺ ইলা (মৃত্যু ১৯৫৮, বয়স ২৮)

৫) দাদু : ৺ নন্দকিশোর (মৃত্যু ১৯৫৫, আনুমানিক ৭০-৭২)

৬) ঠাকুমা : ৺ চপলা (মৃত্যু ১৯৫৩, আনুমানিক ৫২-৬০)
প্রপিতামহ → গৌরমোহন, প্রপিতামহী মেনকা / ভরদ্বাজ গোত্র

৭) দাদু (মামার) : ৺ গিরীশ ভট্টাচার্য | প্রমাতামহ : লালমোহন | শাণ্ডিল্য গোত্র

৮) দিদিমা : ৺ শৈল[redacted] বালা | প্রমাতামহী : স্বর্ণময়ী |

৯) স্ত্রী : কাবেরী / বিবাহ ১৯৭৭ / বেতিয়া মেদিনীপুর শহর।

১০) শিক্ষা : ১ সোনালী পাঠশালা, বাসস্থান - ধবল প্রোমোশন / বৃত্তি

২ কলেজিয়েট স্কুল, মেদিনীপুর - বরাবর প্রথম স্থান

৩ মেদিনীপুর কলেজ - বি.এ অনার্স

৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - এম.এ - ২য় স্থান
পদক আদতে যায়নি।

১৩) কর্মক্ষেত্র : শিক্ষকতা : ১ বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন

অধ্যাপনা ২ কোচবিহার এস. কলেজ
(বি.এন. শীল কলেজ)

৩ মেদিনীপুর কলেজ

অতিথি অধ্যাপক ৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ও তুলনামূলক সাহিত্য ৫ সেতারা? মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৬ খড়্গপুর কলেজ - এম.এ

৭ বেলুড় রামকৃষ্ণ [redacted] বিবেকানন্দ কলেজ - এম.এ

৮ অতিথি অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১) অবসর : মেদিনীপুর কলেজ থেকে ৩১-০১-২০১১

পেনশন প্রাপ্তি : জুলাই ২০২২

অবসরকালীন অন্যান্য সুবিধা : এখনও পায়নি (২৪/৭/২২)

১২) মৃত্যু : ১৪ জুলাই শনিবার ২০২২, পিয়ারলেস, কলকাতা
২৯ আষাঢ় / একাদশী

দাহ : পদ্মাবতী শ্মশান / মেদিনীপুর / মুখাগ্নি - বালক (ভাইপো)

কারণ : দুরন্ত মেনেনজাইটিস (ফুলমিনান্ট ব্যাকটেরিয়া)
অসুস্থ ০৮/৭ থেকে ১৪/৭ সকাল
বাড়িতে থেকে
০৯/৭ ১দিন পর থেকে পিয়ারলেস

শ্রাদ্ধ : ২৪ জুলাই রবিবার ... | বাসন্তীতলা মন্দিরের পাশে

(iv) (৩) (iv)

(ii) (৭)

নাম: অশোক ভট্টাচার্য। বীতশোক নামে লেখালিখি [redacted]।

জন্ম: মেদিনীপুর শহরের হবিবপুরে। বাবা নরেন্দ্র নারায়ণ, মা: ইলা

তারিখ: ১৩.০১.১৯৫১ স্কুল রেকর্ডে। ছকে ১৯৫০-এর সেবার বৈশাখ অর্থাৎ ১৪/১৭ এপ্রিল ১৯৫০।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় গোপী পাঠশালা, বাসন্তীবালার পিতৃদেব, আমার জন্মের যা দিয়েছিলেন – ১৩.০১.১৯৫১।

পাঠশালায় ডবল প্রোমোশন, ছাত্রবৃত্তিলাভ।

স্কুল: কলিজিয়েট স্কুল, মেদিনীপুর। বরাবর প্রথম। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে উচ্চ মাধ্যমিক (তখন ১১ ক্লাস) কলাবিভাগে পরীক্ষায় বসে। বাংলায় খুব ভাল নম্বর পায়।

কলেজ: মেদিনীপুর কলেজ। বাংলা অনার্স।

বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা। এম. এ. পরীক্ষায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় (ডা: বি.বি. সাহার চিকিৎসাধীন) বসে। এম. এ-তে দ্বিতীয় হয়।

স্কুল/কলেজ-চাকুরী: বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন, তারপর কোচবিহার এ. বি. এন. শীল কলেজ। তারপর মেদিনীপুর কলেজ। সেখান থেকে জুলাই অবসর ২০১১ জানুয়ারী। অবসর কালীন ২০১১ – ১৭ মাস পরে। অবসর কালীন সুযোগ সুবিধা এখনও অদেয় / অপ্রাপ্য।

এম. ফিল/ যাদবপুরে এক/[redacted] দু দিন যাওয়ার পর যায়নি। পরিবেশ ভাল লাগেনি। বিশ্বভারতীতে কোনো ভবতোষ দত্তের কাছে পি. এইচ. ডির জন্য নাম ওখানে কিছুদিন পড়াশোনা হয়। উনিও ভাল লাগায় বা অন্য কোন কারণে নিরুৎসাহিত হয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ঐ সময় দুটি বই ...

(গ)

– উদ্দেশ্য যোগ্য প্রশ্ন রচনা করে। একটির বিকল্প সন্ধানে ([redacted] / উন্মাদ প্রয়াস) সর্বাংশে করে। অন্য, অন্য মাত্র রচনায় বিরত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ইত্যাদি। [redacted] পরবর্তীকালে কলকাতা/ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়/ খড়গপুর কলেজে এম.এ/ নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়ানো। যাদবপুরে চর্যাপদের উপর ভাষণ দেওয়া – যা সঙ্কলিত হয়েছে। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ [redacted] কলেজে এম.এর ক্লাস নেওয়া। এই বছরে (২০২২) ১৬ই জুলাই থেকে আবার ক্লাস নিতে অনুরোধ।

(অতিথি অধ্যাপক বাংলা ও তুলনামূলক সাহিত্য)

আত্মজা : অসংখ্য কৃতী ছাত্র ছাত্রী। বেশ কয়েকটি গদ্য/পদ্য গ্রন্থ রচনা।

■ আর্থিক : দারিদ্র্য ও দারুণ প্রতিকূলতা, শৈশবেই মাতৃহারা – সহোদর সমেত – হয়েও, কঠিন সংগ্রাম। আর্থিক ও নিয়মতান্ত্রিক দায়বদ্ধতায় পীড়িত হওয়া। অন্তর-গোপনে কষ্টকে আড়াল করা।

(মা ২৮ সের মৃত্যু)

✽ বৈশিষ্ট্য : সহজ, সরল, আন্তরিক, অন্তর্মুখী, স্নেহশীল, শুদ্ধ, হৃদয়বান পরিবার, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অনুরক্ত কর্তব্যপরায়ণ। চিঠিপত্রের বা অন্যের হাতছানিতে সাড়া না দেওয়া। প্রচারবিমুখতা, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা। অগ্রজ/ছোটদের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক। গম্ভীর, স্নিগ্ধতায়, রসিক সুলভ পাণ্ডিত্য। সহজ ভঙ্গীতে জটিল বিষয় আলোচনা করা। অথচ কবিতায় ও গদ্যে বহু্য ব্যবহার সাহিত্য। ছাত্রছাত্রীর সন্তানতুল্য, অসাধিত দূর তাদের, তাদের কাছে চলন্ত অভিধান। নিজের প্রতি উদাসীন হওয়া। চাপা, দুরন্ত অভিমানী।

সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের গভীর অনুরাগ, লেখা চলচ্চিত্র বিষয়ে পত্রিকায় ও সংকলনে।

লেখার ভঙ্গী :

একটি

[illegible]

(iv) ৩ (iv)

…বা : সমরেন্দ্র নারায়ণ, গ্র্যাজুয়েট প্রথম বিভাগ, আই.এতে, প্রথম বিভাগ, বি.এতে ডিস্টিংশান। স্কুলের মত ইংরাজী ও বাংলায় অসাধারণ [illegible] বিবরণ। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ও কলেজের কৃতী ছাত্র।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম শিক্ষক : দাদু নন্দকিশোর, যাঁর কাছে বাল্যশিক্ষা। ১৯৫৭তে দাদু, ১৯৫৮তে মা, ১৯৫৯ ঠাকুমা যাঁর কোলে বড় হয়। সম্ভবতঃ ১৯৮৭তে বাবা ৮৮/৮৯ বঃ বয়সে মারা যান।

মৃত্যু : ১৪.৭.২০২২ ভোরে নিয়ার্রেসে, দাদু শনিবার (১৪/৭) সন্ধ্যায় তাম্রলিপ্তি, মেদিনীপুর যাবেন। অনাহুত অনুমান। চিকিৎসকদের মিলিত প্রয়াস ও কালান্তক Fulminant (মানে developing quickly with an equally rapid termination) Bacterial Meningitis। Dr. S. Ojha (Neurologist) ও অন্যান্যরা। ০৯.৭.২০২২ সন্ধ্যায় সন্দেশে, বাড়ে *নিয়াররেসে ভর্তি ১০.৭.২০২২ – ১৪.৭.২০২২ (I.T.U)

* National Neuro Science Centre

প্রকাশিত বইএর তালিকা :

সন – নাম

৪ ৩, ৫৭০, [illegible]

আদিনিবাস : পূর্বপুরুষেরা রাঢ়ী শ্রেণীর সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, গোত্রও ভরদ্বাজ গোত্র ছিলেন বর্ধমানের বৈদিক কালের বা শিহর নামে জায়গা থেকে [illegible], নামে সংস্কৃত টোল/কবিরাজী ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হন তাঁরা [illegible] রাঢ় বঙ্গ থেকে।

প্রকাশক : বাণীশিল্প, এবং প্রমা [illegible] ও আরো অনেক।

প্রিয় লেখক : রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ। ... অনেকে। উল্লেখ যোগ্য
আছে জীবনানন্দের উপর। ইংরাজী সাহিত্যে
গান্ধীর অনুবাদ, অনোয়ার ফিরেন। দখল
সংস্কৃত সাহিত্যেও।

বিদেশ ভ্রমণ : নেই। শুধু ছোট বেলায় দাদু, ঠাকুরমার সঙ্গে আধ নদীর ওপার গ্রামে বেড়াতে যাওয়া, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ যাওয়া।

বিয়ে : স্ত্রী কবিতা। অনুষ্ঠান না করে রেজিঃ সম্পন্ন। সন ১৩৯৭।

পুরস্কার : রবীন্দ্রনাথের উপর লেখায়, উল্লেখ : ইংরাজী সাপ্তাহিক দৈনিকে লেখকের।

প্রকাশিত বই (পূর্ণ তালিকা নয়)

১) কবিতার ভাষা ও কবিতার ভাষা / বাণীশিল্প / ২০১৪
২) জীবনানন্দ / ঐ / ২০০১
৩) কবিতার অন্য কথা / বিতর্ক - পাঠ্যবেক বাণীশিল্প / ২০০৫/২০১১
৪) দ্বিরাগমন / এবং মুশায়েরা / ২০০৭
৫) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান / বাণীশিল্প / ২০১৮
৬) রেনকবি / তর্ক - পাঠ্যবেক দেজ পাবলিশার্স / ২০২০
৭) বিশেষত শিশিরকুমার / মেদিনীপুর সংস্কৃতি সোসাইটি / পাঠ্যবেক বাণীশিল্প / ২০১৪
৮) রবীন্দ্র কবিতা বাংলা কবিতা / বাণীশিল্প / ২০০৮ / ২০১২
সম্পাদিত
৯) গদ্য সংগ্রহ / অবিরত সাহিত্য প্রকাশন / ২০১৪
১০) পাঠচিহ্ন কর্মনীতি / যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ২০১১
১১) কবিতা সংগ্রহ / এবং মুশায়েরা / ২০০১
১২) গদ্যের ভিতর / আনন্দ / ২০০৬
১৩) অভিযাত্রিক / ঈশ্বর চক্রবর্তী, দীপক দাশগুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য / ২০০৭
১৪) বোধনাথ ভট্টাচার্য (জীবন ও সাহিত্য) / এবং মুশায়েরা / ২০০০
সন্ধ্যা দিনা
১৫) নজরুলের প্রবন্ধসংগ্রহ - সম্পাদনা / বাণীশিল্প / ২০০২
১৬) নজরুলের পাঠক সমগ্র / বাণীশিল্প / ২০০৮
দুর্লভরা বীতশোক
১৭) সম্পাদনা / বাণীশিল্প / ২০২০ / কপি নেই *
১৮) পুনশ্চ সোভিয়েত রবীন্দ্রনাথ / বাণীশিল্প / কপি নেই *

স্বাক্ষর ...

বীতশোক ভট্টাচার্য

② (খ)

প্রকাশিত বই পূর্ণ তালিকা নয়

১৯) কবিতার জন্য কবিতার ভাষা / বর্ণমিছিল / ২০০৪ — কপি নেই *

২০) সূর্যাস্ত / বর্ণমিছিল / ২০০৬ কপি নেই *

২১) কবিকেন্দ্র / ঐ / ২০০৬ " *

২২) সত্যপাঠ / ঐ / ২০০৯ " *

২৩) সুপ্রভাত রবীন্দ্রনাথ / ঐ / ২০১০ " *

২৪) প্রেমের কবিতা / ঐ / ২০০৪ " *

২৫) চৈতন্য [redacted] র কবিতা প্রকাশিত অথচ কোন কপি নেই ২০০৭ ? *
(লাড্ডু বাবু / আর. এন. রায়)

২৬) নির্বাচিত কবিতা / বর্ণমিছিল / ২০০৯ ? কপি নেই *

২৭) "স্বপ্ন সমুদ্র" কবিতা ? কপি নেই *

২৮) পরমা পত্রিকায় "তিনজন কবি" শিরোনামে কবিতা — মনীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত
কপি নেই *

২৯) "অন্য যুগের সখা" কপি নেই *
৩০ "নিবন্ধ" " *
৩১ "এসেছি বুদ্ধের কাছে" " *
৩২) "জ্যোৎস্নার নীল ছায়া" " *
৩৩) "বসন্তের এই গান" "

*৩৪) আন্তর্জাতিক স্তরের উল্লেখযোগ্য কাজ — সাঁওতালির বেশি ভাষা নিয়ে [redacted] People's Linguistic Survey of India - Bengali Language এর কাজ, under publication — দ্বিভাষিক — বাংলায় দীর্ঘ প্রকাশনা — ইংরাজীতে জানা নেই।

৩৫) জাদুকর পি.সি. সরকারের "ঝিলমিল ঝিলমিল গেঁড়" জন্য সহায়তা, মেদিনীপুরে আদি প্রাচীনকালীন সর্বস্তরের বুদ্ধদের কাছে হাজির করে অপ্রকাশ্যে স্বীকৃতি ও বাস্তবতার বাড়িতে আসা।

৩৬) বীরেন দাশগুপ্ত ও স্বপন চক্রবর্তীকে নিয়ে (যেমন বিভূতিভূষণের উপর

পরের পাতায়

উৎপলেন্দু ~~বিকাশ~~ সম্পাদনা

৩৭) জেন্যাল্দ [অনুবাদ]

৩৮) আজাদ নইদ্দেনের কবিতা [অনুবাদ]

৩৯) নূতন কবিতা [কাব্যগ্রন্থ]

৪০) নীল এক পাত্র [কাব্যগ্রন্থ]

৪১) কবিতা সংগ্রহ — এবং মুশায়েরা (২০০০-০১)

যাঁরা এসেছিলেন অশোকের শেষে বাসন্তীতলার বাড়িতে

বীতশোক বসু

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, শিশির সরকার, জয় গোস্বামী, রতি বসু?, পূর্ণেন্দু পত্রী, চৈতালি ভট্টাচার্য, ধীমান দাশগুপ্ত, ঈশ্বর চক্রবর্তী। আরো অনেকে।

অশোক অনিমেষ কান্তি পাল পরিচিত ২/৩ দশকে বলেছেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অশোক ভট্টাচার্য নামে অনেকজন থাকায় এই নামের প্রস্তাব দিলে গ্রহণযোগ্য।

Fulminare / Latin (viii)
to thunder and
lighten.

মন্তব্য:
FULMINANT
E স্ট
Developing quickly and
with an equally
rapid
termination

National Neurosciences Centre, Calcutta

Peerless Hospital Campus, Second floor, 360 Panchasayar, Kolkata-94
Phone : (91) (33) 2432 0177 / 0999, Fax : (91) (33) 2432 0662
E-mail : neurosc12@cal2.vsnl.net.in ; Website : www.nnccalcutta.com

DEATH CERTIFICATE

Sl. No.

I hereby certify that (Mr./ ~~Mrs.~~ / ~~Baby~~ / Mas.) ASOKE BHATTACHARYA

Age / DOB 61 YRS Sex (M) F (Patient NID Regn. No. 13/506 PID Regn.No. IP/12/009464) admitted in this

Hospital as Emergency / Indoor Patient on date 10-07-2012 at 06:53 AM has expired on

14-07-2012 at 07:50am (A.M. / ~~P.M.~~) whose particulars are given below.

1. Father's / Husband's / Guardian's Name LT. SAMARENDRA NARAYAN BHATTACHARYA
2. Address BASANTI TALA, P.O. MIRNAPUR, P.S. KOTWALI, DIST- PASCHIM MEDINIPUR, PIN - 721101

Police Station KOTWALI

3. Name of Consultant : DR. S. OJHA (NEUROLOGIST)
4. CAUSE OF DEATH : CARDIO RESPIRATORY FAILURE IN A CASE OF FULMINENT BACTERIAL MENINGITIS

   A) Disease or condition Directly Leading to Death :

   (due to or as a consequence of)

   B) Antecedent Cause

   Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause starting the underlying conditions last

   (due to or as a consequence of)

   C) Other Significant Conditions contributing to the death, but not related to the disease or condition causing it :

5. Consent for the Eye Donation for National Neurosciences Centre, Calcutta ~~Yes~~ / No

S. Ray Chowdhury

Signature of R.H.O. / H.O. / R.M.O. / E.M.O. / M.O. / Consultant

(Regn. No.) MCI 38091

14.7.12

Pravas Bhattacharya (Brother)

Signature of Person / Relative Receiving the Dead Body

Date 14.07.2012

Copy to Record / Guard Room / M.S. /

আনন্দ বাজার ১৬/৭/৯২

নীরবেই চলে গেলেন নির্জনতার কবি বীতশোক

কিংশুক আইচ

কথা ছিল না। সময় তো তেমন হয়নি। তবুও চলে যেতে হল। সত্তরের দশকের সূচনায় কবিতাগুচ্ছ 'স্বপ্নসম্ভব'-এর মধ্যে দিয়ে বাংলা পাঠককুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তাঁর লেখনী বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে, তাঁর শিক্ষকতা ছাত্রদের অমূল্য রতনের সন্ধান দিয়েছে। সেই অশোক ভট্টাচার্য যিনি বীতশোক ভট্টাচার্য নামেই বেশি পরিচিত, মাত্র ৬১-তেই চলে গেলেন শনিবার সকালে। গত সোমবার প্রচণ্ড জ্বর ও বেশ কিছু উপসর্গ নিয়ে তাঁকে কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

নানা ছোট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা বাংলা পাঠককে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। মেদিনীপুরের মতো এক মফস্সল শহর থেকেই তাঁর সৃস্টি ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। সত্তরের দশকের অন্য কবিদের সঙ্গে তাঁকে এক সারিতে বসাতে পাঠকদের দেরি হয়নি। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'তিন জন কবি' সিরিজের অন্যতম ছিলেন বীতশোক। অনেকের মতে, তাঁর কবিতা যেন ছিল এক ঝলক নতুন বাতাস। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম — 'অন্য যুগের সখা', 'শিল্প', 'এসেছি জলের কাছে', 'জলের তিলক', 'বসন্তের এই গান', 'কবিতা সংগ্রহ' ইত্যাদি। তিনি লিখেছিলেন, "যে পথ গিয়েছে বেঁকে, তুমি সে পথের শেষে দূরবন্তের মতো।"

বীতশোক ভট্টাচার্য। ফাইল চিত্র।

লিখেছিলেন, "কে তুমি আজ হরিণ ধাও সঘন স্রোতে, গহনে।" পাশাপাশি ছিল অধ্যাপনার জগত। মেদিনীপুর কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখেছিলেন 'চর্যাপদ', 'জীবনানন্দ', 'পূর্বাপর' ইত্যাদি বই।

মেদিনীপুরের বড়বাজারের বাসন্তীতলার বাড়ি থেকে যে মানুষটিকে ধীর পায়ে মেদিনীপুর কলেজে যেতে দেখতেন সবাই, তাকে কিছুটা অন্তর্মুখী আর স্বল্পভাষী বলে মনে হত। তবু আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, এমনকী ছাত্রছাত্রীদের কাছেও তিনি ছিলেন 'দাদামণি'। ছাত্র তথা কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "একজন কবিকে কতখানি অন্তর্মুখী আর নির্জন হতে হয় তা শিখিয়েছিলেন তিনিই।" নির্মাল্যের শেষ কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দেন বীতশোক। শেষ দেখা হওয়ার মুহূর্তে নির্মাল্যকে বলেছিলেন, "কোনও সৃষ্টিই বাজারের জন্য নয়, তা ধ্যানের জিনিস।" নির্মাল্য তাই বলেন, "আমরা অভিভাবক হারালাম।" আর এক কবি অনিল ঘড়াইয়ের মতে, "বাংলা সাহিত্যকে ওঁর আরও কিছু দেওয়ার ছিল।"

কবি না শিক্ষক, কোন বীতশোক বড়— তা বিতর্কের বিষয় হতেই পারে। কিন্তু একবাক্যে সবাই যা মানবেন তা হল তিনি ছিলেন একজন নিপাট ভালমানুষ। 'কবিতার অ-আ-ক-খ'-র লেখক চলে গেলেন হঠাৎ-ই। রেখে গেলেন সহধর্মিণী কবিতাদেবীকে, অসংখ্য গুণমুগ্ধ তাঁর ছাত্রছাত্রীকে। রয়ে গেল তাঁর সৃষ্টিসম্ভার।

প্রয়াত কবি বীতশোক ভট্টাচার্য

মৃদুল দাশগুপ্ত

প্রয়াত হলেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। অকালে, মাত্র ৬১ বছর বয়সে। গত সোমবার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর মেদিনীপুরের বাসভবন থেকে কলকাতায় পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও আরও কিছু উপসর্গে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চেতনাহীন অবস্থায় শনিবার সকালে মারা যান তিনি। কর্মজীবনে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বীতশোক বাংলা ও তুলনামূলক সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী কবিতা ভট্টাচার্য ও একমাত্র ছাত্রছাত্রীকে। তাঁর প্রয়াণে শোকাচ্ছন্ন বাংলা কবিতা জগৎ। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের অকাল প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁর পরিবারের প্রতি শোকবার্তায় বলেছেন, তাঁর কাব্যপ্রতিভা আধুনিক বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। পাঠকমন মুগ্ধ করেছে। বাংলা আকাদেমির তরফে আজ সকালে তাঁর মরদেহে দেওয়া হয়েছে ফুল। ৭০ দশকের সূচনায় আবির্ভাবকালেই বীতশোকের স্বরস্বতন্ত্র কবিতাগুলি পাঠকের মন বিমোহিত করে। বিস্ময়কর প্রতিভায় তাঁর রচিত কবিতা সে-সময়ের ছোট পত্রপত্রিকায় বাহিত হয় বাংলার বাতাসে। যেন আকাশে বাতাসে-জলে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি, *কে পথ দিয়েছে বেঁকে তুমি যে পথের শেষে দুরন্তের মত/ জেগে আছো স্তব্ধ বাড়ি..., কে তুমি আজ হরিৎ ধান সবুজ খেতে, গহনে..., সুদূর, একাকী, নীল, তুমি যেন শেফালিকা বিরক্ত করো না..., সবুজ সেতার আলো গাছে গাছে, কাছে তুমি এসো না নিবিড়...।* কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'পরমা' পত্রিকায় 'তিনজন কবি' সিরিজে বীতশোক ভট্টাচার্যের এক গুচ্ছ কবিতা সে-সময় বাংলা কবিতায় এক নতুন বাতাস এনে দেয়, সে বাতাস দুলিয়ে দেয় বাংলা কবিতায় তার ৭০ দশকের সঙ্গীদের। 'অন্য যুগের সখা', 'শিল্প', 'এসেছি জলের কাছে', 'প্রত্যয়ের নীল আভা', 'বসন্তের এই গান', 'জলের তিলক', 'কবিতা সংগ্রহ' বের হয় তাঁর একের পর এক কাব্যগ্রন্থ। 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'-র সম্পাদনা করেছিলেন বীতশোক। অনুবাদ করেছিলেন জেন কবিতার। স্বল্পভাষী, নিজেকে আড়ালে রাখা এই কবি মন স্থাপন করেছিলেন বিদ্যায়। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য। বিদ্যাবিষয়েও তাঁর দেশ দিয়ু বই 'চর্যাপদ', 'পূর্বাপর', 'জীবনানন্দ', 'কবিতায় ৫ আ ৬ ৭'। সন্ধ্যাতেই তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর শহরে। সেখানেই শেষকৃত্য হবে তাঁর।

সংবাদ প্রতিদিন, রবিবার ২২ জুলাই ২০১২

আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা

'দেবভাষা'র আয়োজনে বাংলা আকাদেমিতে জয় গোস্বামীর কবিতাপাঠ

রবিবার, ১৫ জুলাই বাংলা আকাদেমি সভাঘরে বহুদিন পর পাঠকের মুখোমুখি বসে নিজের কবিতা পড়লেন জয় গোস্বামী। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় জুড়ে। 'আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা' শীর্ষক জয় গোস্বামীর এই একক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল এই সময়ের কবিতাপত্রিকা 'দেবভাষা'। দু'বছর আগে এই পত্রিকার উদ্যোগেই একক কবিতাপাঠ করেছিলেন তুষার চৌধুরী।

জয় তাঁর পাঠের শুরুতেই স্মরণ করেন সদ্যপ্রয়াত সত্তর দশকের কবি বীতশোক ভট্টাচার্যকে। সেই স্মৃতিসূত্রে উঠে আসে মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'পরমা'র কথা, বীতশোকের প্রথম বইয়ের প্রকাশ-কথাও নিজের লেখা পড়ার আগে, সম্পূর্ণত স্মৃতি থেকে তিনি পাঠ করেন বীতশোকের একটি কবিতা। কবির অকালপ্রয়াণ কীভাবে জয়ের সেদিনকার কবিতা নির্বাচনে ছায়া ফেলেছে তা অনুভূত হল গোটা পাঠপর্ব জুড়ে।

মা ও মৃত্যু—এই দুই বিষয়ের উপর লিখিত কবিতাগুলিই জয় গোস্বামী বেছে নেন অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য। আর সেই পথে সাম্প্রতিককালে তাঁর মা-কে নিয়ে লেখা 'উনুন' নামের কবিতা যেমন তিনি পড়লেন, তেমনই ফিরে গিয়েছিলেন 'সংকারগাথা' আর 'উন্মাদের পাঠক্রম'-এর সেই চিরস্মরণীয় বিভাবকবিতা 'ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায় রে গঙ্গায় ...'। কবিরা তো তাঁর 'আত্মীয়স্বজন', তাই ভাস্কর চক্রবর্তী, তুষার চৌধুরী, বিনয় মজুমদারকে নিয়ে লেখা কবিতাও পাঠ করলেন তিনি। 'সূর্য-পোড়া ছাই'-এর কবিতা পড়তে পড়তে জানালেন কীভাবে এই বইয়ের কবিতায় স্পেসগুলি এসে পড়েছিল—ট্রামে চলতে চলতে এমন কবিতা লেখা, আর ট্রামের চলা, থামার মতোই কবিতায় একলাইন, দু'লাইন পর এসে পড়ছে স্পেস। 'দু'দণ্ড ফোয়ারা মাত্র' বইয়ের কবিতা যেমন পড়লেন, তেমনই ফিরে গেলেন 'বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা'য়। আর অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে এখনও অবধি তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'মায়ের সামনে স্নান করতে লজ্জা নেই' বইয়ের একাধিক কবিতা পাঠ করেও জয় বিমোহিত করলেন শ্রোতাদের। মা ও মৃত্যুর পথ থেকে উঠে এসে তিনি থামলেন জীবনের কথায়—'রং দিতেই তো এসেছি'—এই অঙ্গীকারে।

কবি যখন লেখেন, তার মাথার উপর দিয়ে নাকি পরি উড়ে যায়। সেই স্বর্গ নেমে এসেছিল রবিবার, পাঠক-শ্রোতার ভিড়ে উপচে ওঠা বাংলা আকাদেমিতে জয় গোস্বামীর সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র উচ্চারণে।

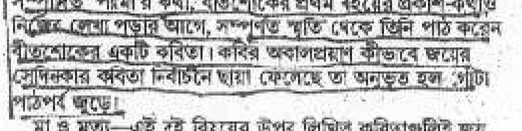

(২১)

Dr. Suhas Ranjan Mandal
D.Sc., M.B.B.S. (Cal)

Dr. (Mrs.) Krishna Mandal
M.B.B.S., D.G.O.(Cal)

Nutanbazar, P.O.-Midnapur
Dt.- Paschim Medinipur
S.T.D.-(03222) Phone : 275936

ডাঃ সুহাস রঞ্জন মণ্ডল
ডি.এস.সি., এম.বি.বি.এস. (কলি.)

ঃ সাক্ষাতের সময় ঃ
সকাল ১০-৩০মিঃ - ১টা
সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ - ৯টা

রবিবার সন্ধ্যাতে চেম্বার বন্ধ

তারিখ 9/7/2012.

Mr Bhattacharya
61/M.

Rx

Rablet - D

Gemifloxplus / or Azeet plus

Calpol 650

9.7.12

P.T.O.

Fever for 3 days.

P/R Pulse : 104
BP 140/80
Tongue coated

Adv. Blood + TC DC Hb ESR
& Malaria Antigen.

Urine R/ME C/S

(PTO)

শনিবার 07.7.12 – Self Medication – সঙ্গে CROCIN 2টি

রবিবার 08.7.12 – By RMP as House Physician was not available, Nor he expressed any ~~~~ uneasiness. He was advised Ciproflexacin 500 – B.D/ Calpol 500 – 2/3 times and Rantec.

সোমবার 09.7.12 : On reverse please. He did not complain any uneasiness to the House Physician during examn at home. His condition deteriorated by afternoon and

রাত্রে

he was admitted to Spandan. Condition at I.C.U worsened. Cardiologist asked to shift on the same night. Ambulance with doctor, Ventilation etc from the Peerless rushed in, reached at 01 AM and after attending to him left at 03 AM to ~~Peerless~~ Hospital by 5-30 AM

মঙ্গলবার সকাল 10.7.12 to 14.7.12 সকাল : Admitted (Intensive Trauma Unit) Expired on 14th morning. (শনিবার)

বীতশোক

'কবিতার পথে শুদ্ধতার দিকে। অন্তরের দিকেও'— এমন একটা বিশ্বাসকে আজীবন বহন করেছিলেন বলেই কি বীতশোক ভট্টাচার্য বাস্তব জীবনেও ছিলেন অসাধারণ নিভৃতচারী? তাঁর সঙ্গে আলাপিতজন জানতেন, সত্তরের দশকের সূত্রপাতলগ্নের এই কবি আসলে এক প্রকার মুক্তির সাধনাই করে গিয়েছেন আজীবন। তাঁর কাব্যে, তাঁর প্রকরণে, তাঁর বিষয় নির্বাচনে যে স্বাতন্ত্র্য তিনি গোড়া থেকেই দেখিয়ে গিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যজগতে অননুকরণীয় হিসেবেই থেকে গেল। ১৯৫১-র জাতক বীতশোকের প্রকৃত নাম অশোক ভট্টাচার্য। তবে সে নাম বন্দি ছিল তাঁর অধ্যাপক জীবনের চৌহদ্দিতেই। 'কে তুমি আজ হরিণ, সাপ, সমনগোত্রে এখনো'-র মায়া ছুঁয়ে নেমেছে 'এসো আমার দরজা খোলা আছে/ শোনো— তুমি শুনতে পেলে না যে'-র নরম আলোর মতো উচ্চারণে। মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা বীতশোক ভালোবাসতেন অন্তরাল, নিবিষ্ট থাকতে চাইতেন চর্চায়। 'অন্যযুগের সখা', 'দ্বিরাগমন', 'জলের তিলক' ইত্যাদি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থের বাইরে রয়েছে তাঁর গবেষণা 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান', 'জীবনানন্দ', রয়েছে সম্পাদিত গ্রন্থ 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', অনূদিত বই 'জেন গল্প', 'জেন কবিতা'। বাংলা কবিতার এক সন্ন্যাসীর এই কবি চলে গেলেন তাঁর রচিত সন্ধ্যাস্রোতের গানে গত ১২ জুলাই।

এক অখণ্ড বঙ্গভূমির সন্ধান মেলে, যেখানে হাসনে-লালনে-নিত্যানন্দে-গৌরচন্দ্রে উদ্ভাসিত হয় শাশ্বতবাংলার নামের এক চিরমধুর কাব্য। গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এর আয়োজন আশুতোষ শতবার্ষিকী হল-এ 'পরম্পরা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বাংলা লোকসংগীতের এই দুই শিখরকে নিয়ে আলাপচারিতায় বসেছিলেন শক্তিলাল ভট্টাচার্য। দুই বঙ্গের সংগীত ভাবনা আর গানে উঠে এসেছিল ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালির সুখ সৌন্দর্য, চটকা আর ধামাইলের যৌথ যাত্রা।

রবীন্দ্র নাট্যমেলা

এ যেন নিছক প্রয়াস নয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি বড় অংশ এবার রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজন করেছে এক বিপুল কর্মযজ্ঞের। গোবরডাঙা রূপকথা-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে 'রবীন্দ্র নাট্যমেলা, ২০১২'। তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এই নাট্যমেলার প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত আগামী ১৮ জুলাই। ওই দিন সন্ধে ৬-৩০ মিনিটে কলকাতা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রঙরূপ, কলকাতা-র পক্ষ থেকে সীমা মুখোপাধ্যায়। ২১ ও ২২ জুলাই অশোকনগর শহীদ সদনে সূচনা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে রচিত— 'বদনাম', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'সুভা', 'বিসর্জন' 'স্ত্রীর পত্র' ও 'তোতা কাহিনী'— নাটকগুলি পরিবেশিত হবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে। গোবরডাঙা ছাড়াও অশোকনগর, দত্তপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলের নাট্যসংস্থারাও অংশ নিতে চলেছে এই এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। তৃতীয় পর্যায়, ২৫ জুলাই, আয়োজন করা হয়েছে একটি সেমিনার। বিষয়: 'রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড প্রসেনিয়াম থিয়েটার'। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সহযোগিতা দান করবে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক।

স্মরণে সুভাষ

বাংলা সাহিত্যের মূল অঙ্গন থেকে কি সচেতন ভাবেই দূরে থাকতেন সুভাষ ঘোষাল? 'মণ্ডপ'-এর মতো ব্যতিক্রমী আখ্যানের রচয়িতা কবিতাতেও ছিলেন সিদ্ধ। যে কোনও ফর্মেই সুভাষ তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। আর এই কিসাটি যে ছিল অনায়াস তা তাঁর পাঠক মাত্রেই জানেন। আগামী ১৭ জুলাই সুভাষের ৭৪ তম জন্মদিন। 'সুভাষ ঘোষাল স্মৃতিরক্ষা কমিটি'-র উদ্যোগে ওই দিন সন্ধ্যা ৬টায় শরৎচন্দ্র ভবন (২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কল— ২৯)-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জন্মদিনে সুভাষ ঘোষাল'। এদিন 'সুভাষ ঘোষাল স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করবেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রকাশনা সম্পাদক শুভময় মণ্ডল। বিষয়— 'দুষ্প্রাপ্য বই-এর পুনর্মুদ্রণই কি বাংলা বই-এর

[illegible]

A poet's passing

KALKATA NOTEBOOK
STATESMAN 23.7.12

HE sought solitude to pen his lines. A man of few words, Bitshok Bhattacharya's passing away recently did not get the attention it deserved. For the poet who had carved out a niche for his works in the world of Bengali letters chose to stay away from arc lights. The madding crowd of the boom town was anathema to him. Known as Ashok Bhattacharya, he was better known by his preferred pen name. The poet-teacher preferred to stay in Midnapore town. The proximity to nature helped him to pen a host of books of poems including *Anyayuger Sakha*, *Duiragaman* and *Jaler Tilak*. His research works include *Bangla Bhasa O Sahityer Abhidhan* and *Jibanananda*. *Hajar Bacharer Bangla Kabita* is one of the most significant books edited by him.

ঋত্বিক পুরস্কার ১৯৯৮
পুরস্কার পাচ্ছেন

ছোটগল্পে
উদয়ন ঘোষ

কবিতায়
হীতশোক ভট্টাচার্য

মঞ্চে আর যাঁরা
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
উৎপল কুমার বসু
পার্থসারথি চৌধুরী

বিশেষ অতিথি
ওড়িয়া সাহিত্যের
ঔপন্যাসিক শ্রী জগদীশ মোহান্তি
ও
ছোটগল্পকার শ্রীমতী সরোজিনী সাহ

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৯, সন্ধ্যা ৬টা

আপনার সপার্ষদ উপস্থিতি সভার শ্রীবৃদ্ধি করুক

নীলিম গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক, ঋত্বিক

সেই যুগের একচ্ছত্র রোমান্টিক নায়ক
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ৩টি নতুন বই

বীতশোক ভট্টাচার্যের গ্রন্থসংগ্রহ
(তাঁর বাসস্থানের একাংশে রক্ষিত)

বীতশোকের গ্রন্থসংগ্রহের একাংশ

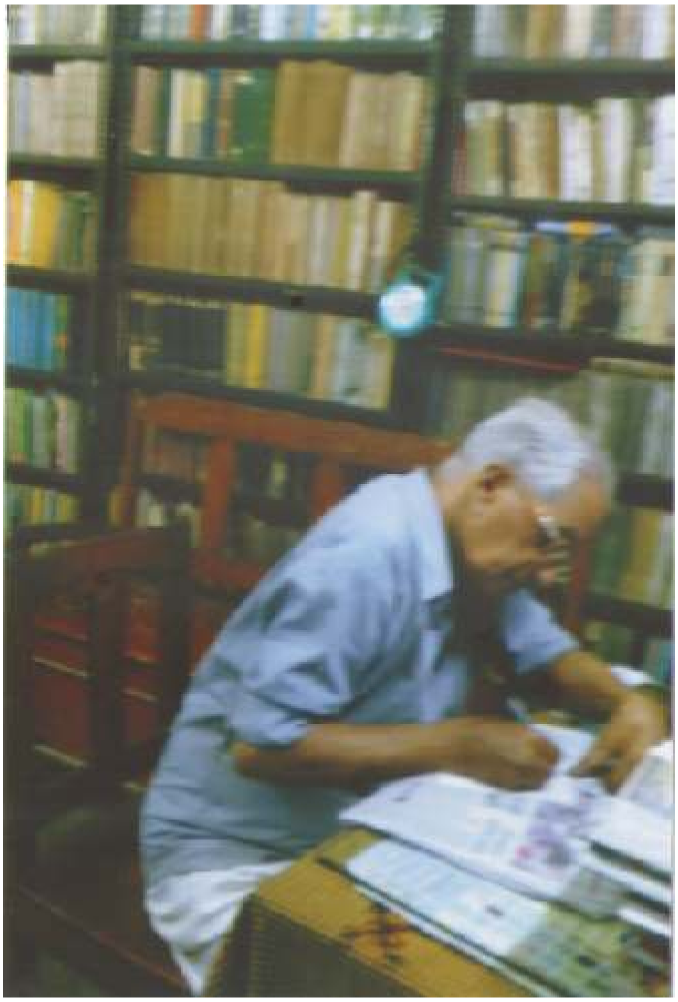

বীতশোকের গ্রন্থসংগ্রহের আলমারির পাশে
বসে গবেষিকাকে তথ্য সরবরাহ করছেন
কবির পিতৃব্য শ্রী মাধবেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

নিজের গ্রন্থসংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে
কবি বীতশোক ভট্টাচার্য
(ফোটো পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত)

বীতশোক ভট্টাচার্যের গ্রন্থসংগ্রহের
স্টিল র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে গবেষিকা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্রে
'পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন
কবি বীতশোক ভট্টাচার্য।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের বিভিন্ন বয়সের দুটি আলোকচিত্র

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের নামে
মরণোত্তর পুরস্কার ২০১৬ প্রদান করেছেন
আদম, কলকাতা সংস্থা

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের নামে মরণোত্তর পুরস্কার ২০১৬
প্রদান করেছেন আদম, কলকাতা সংস্থা

আমৃত্যু কবি বীতশোক
এই বাড়িতে থেকেছেন।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের শিক্ষক
রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রী অনুত্তম ভট্টাচার্যের
সঙ্গে গবেষিকা।

ক্ষসমন্বিত
থাকা

আশীর্বাদ। তিনি শুধু জানেন, কবির আছে গভীর অনুভূতি। কেউ কেউ এই অনুভূতিকে হিসেব করে সামলাতে পারেন। কিন্তু যাঁরা জগতের আর সব দাবিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন আর বেঁচে থাকেন শুধু কবিতার জন্য, তাঁদের অস্তিত্বে কষ্ট লেগে থাকে হয়তো সারা জীবনই।

কবির অনুভূতিকে যাঁরা সাময়িকভাবে ব্যবহার করেন তাঁদের

বীতশোক ভট্টাচার্য

সুখের ও দুঃখের কথা একই সঙ্গে নতুন ও পুরনো। এই বলে শুরু করেছিলেন বীতশোক ভট্টাচার্য। সনাতন ভারতীয় সাহিত্য, জন্মান্তরবাদ, এমনকী জেনদর্শনও উঠে এসেছিল তাঁর কথায়। বীতশোকের মতে, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে যে-জগৎ, সে-জগতের অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল মানুষের জন্যই কবিতা। একটি কবিতা লেখা হয়ে গেলে কবি আর তার লেখক নন, আলোচক। কবি যা বলতে চান তা-ই কবিতার একমাত্র অর্থ নয়। পাঠক তাকে অন্য অর্থে আবিষ্কার করতে পারেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা কবিতায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা দেয় তার চেয়ে এই নব-আবিষ্কার ভাল।

কবিতায় সুখ-দুঃখ কীভাবে এসে পড়ে তার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করলেন কবি। প্রশ্ন

'দেশ' পত্রিকা (এবিপি লিমিটেড), ০৩.০৩.২০০৪-এ প্রকাশিত
কলকাতা বইমেলা ২০০৪-এর আলোচনা চক্রে বক্তব্যরত কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের একটি ক্লিপিং।

মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে
শিক্ষার্থীদের সাথে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৯৮)

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের সহোদর
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য